পাতাবাহার

বাংলা। তৃতীয় শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
ষষ্ঠ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। এই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলিকে সমীক্ষা এবং পুনর্বিবেচনা করার। সেই কমিটির সুপারিশ মেনে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ -এই নথিদুটিকে অনুসরণ করে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করা হয়েছে। সেই কারণেই প্রতিটি বই একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)-কে কেন্দ্রে রেখে বিন্যস্ত করা হলো। প্রথাগত অনুশীলনীর বদলে হাতে-কলমে কাজ (Activity) -এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বইটিকে শিশুকেন্দ্রিক এবং মনোগ্রাহী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রস্তুত করতে প্রভূত শ্রম অর্পণ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে বইটি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে হবে সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এছাড়া, নতুন বইটিতে 'ভাষা-ব্যাকরণ' বিষয়ে প্রাথমিক ধারণার কয়েকটি সূত্র শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করে সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এই প্রকল্প রূপায়ণে নানাভাবে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী মানুষের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি।

প্রতিটি শ্রেণির 'বাংলা' বইয়েরই কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)। তৃতীয় শ্রেণির 'বাংলা' বইয়ের কেন্দ্রীয় ভাবমূল 'প্রচলিত গল্পকথার জগৎ'। বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় সামর্থ্য অর্জনের দিকটিকে যেমন আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছি, তার সঙ্গে কৃত্যালি-নির্ভর অনুশীলন, সংগীত, ছবি আঁকা, অভিনয়, হাতের কাজ, ব্রতচারী প্রভৃতি আনন্দময় উপকরণকেও সংযোজিত করা হয়েছে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '...বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। ... আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফললাভ করে।' আমরা এই বক্তব্যকে মান্য করে বইটি প্রস্তুত করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইগুলি 'পাতাবাহার' পর্যায়ের অন্তর্গত। 'পাতাবাহার তৃতীয় শ্রেণি' বইটির শেষাংশে 'ভাষাপাঠ' এবং শিখন পরামর্শ সংযোজিত হলো। ব্যাকরণের প্রাথমিক ধারণা শিক্ষার্থীদের দেবার জন্যই 'ভাষাপাঠ' অংশটির অবতারণা। বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়

সুদক্ষিণা ঘোষ রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

সহযোগিতা

শুভময় সরকার চিরঞ্জীব সরকার শ্রীময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপা বিশ্বাস ঋতম মুখোপাধ্যায় মীনাক্ষী চৌধুরী মণিকণা মুখোপাধ্যায়

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

এ.কে. জালালউদ্দিন

অরুণ কুমার ঘোষ

বিদ্যুৎ বরণ চৌধুরী

সুব্রত মাজী

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

পৃষ্ঠা ১

সত্যি সোনা

আমরা চাষ করি আনন্দে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজের হাতে নিজের কাজ

দ্বিতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ১৮

দেয়ালের ছবি

সারাদিন

সুনির্মল চক্রবর্তী

তৃতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ২৭

ফুল

সুখলতা রাও

আজ ধানের ক্ষেতে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্থ পাঠ পৃষ্ঠা ৩৪	সোনা গৌরী ধর্মপাল 	নদী শক্তি চট্টোপাধ্যায় 	নদীর তীরে একা জীবন সর্দার
পঞ্চম পাঠ পৃষ্ঠা ৫০	নৌকাযাত্রা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 	ঢেউয়ের তালে তালে পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 	পর্যটন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ষষ্ঠ পাঠ পৃষ্ঠা ৬২	গাছেরা কেন চলাফেরা করে না 	জুঁই ফুলের রুমাল কার্তিক ঘোষ 	সাথি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সপ্তম পাঠ পৃষ্ঠা ৮২	একা একা থাকতে নেই 	আরাম শঙ্খ ঘোষ 	হিংসুটি সুকুমার রায়

অষ্টম পাঠ

পৃষ্ঠা ৯৬

মনকেমনের গল্প
নবনীতা দেবসেন

দেশের মাটি
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নবম পাঠ

পৃষ্ঠা ১০৪

কীসের থেকে কী যে হয়

আগমনী
প্রেমেন্দ্র মিত্র

উড়ুক্কু ভূত
শৈলেন ঘোষ

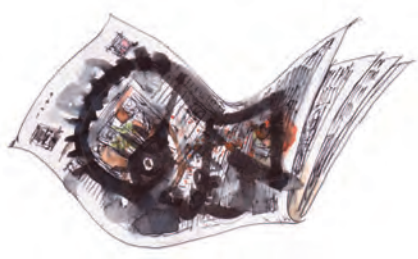

দশম পাঠ

পৃষ্ঠা ১১৮

কে ছিলেন ইশপ

পানতাবুড়ি
যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ঘুমিয়ো নাকো আর
বিমল চন্দ্র ঘোষ

ভাষাপাঠ

পৃষ্ঠা ১৩৪

শিখন পরামর্শ পৃষ্ঠা ১৫৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : দেবব্রত ঘোষ

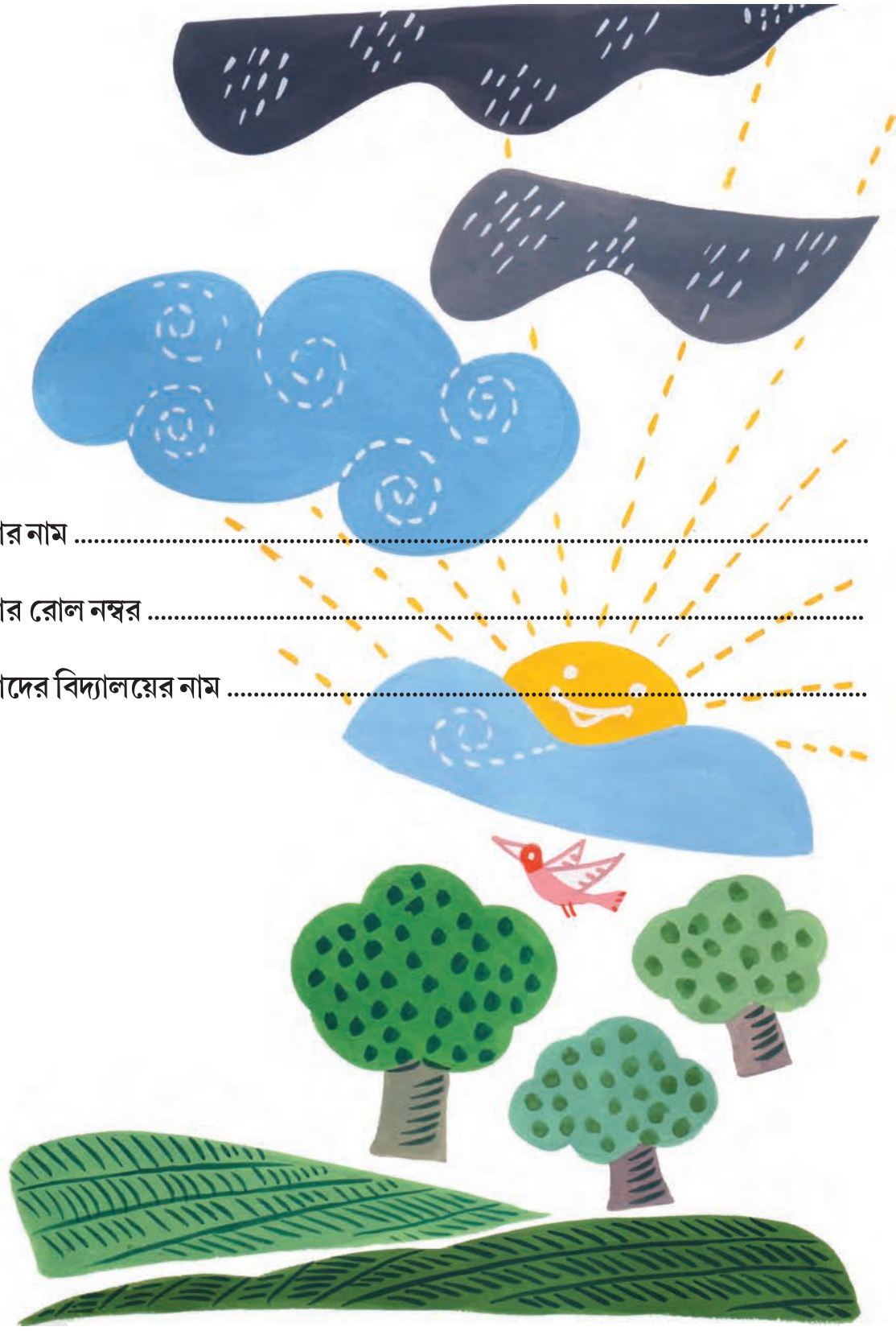

আমার নাম .....

আমার রোল নম্বর .....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম .....

প্রথম পাঠ

সত্যি সোনা

প্রচলিত গল্প

বুড়ো চাষির কঠিন অসুখ করেছে। বাঁচার আশা নেই। সেই সময় একমাত্র ছেলেকে ডেকে বলল, 'ওহে বাপু আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। যাওয়ার সময় তোমাকে একটা দরকারি কথা বলে যাই।'

চাষির ছেলে ভারি অলস। অথচ টাকা পয়সার লোভ তার ষোলোআনা। তার ধারণা বাবা অনেক সোনা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। বাপকে বলল, 'তোমার লুকোনো সোনা কোথায় রাখা আছে তা তো বলে গেলে না।'

হেসে বুড়ো বাপ বলল, ‘সেটা বলব বলেই তো ডেকেছি তোমায়। শোনো, এই যে আমাদের চাষের জমি দেখছ, এর নীচেই পোঁতা আছে লুকোনো সোনা। আমি চোখ বুজলে তুমি তা খুঁজে বার করে নিয়ো।’ ওই কথা কটি বলেই চিরদিনের মতো চোখ বুজল সে।

ছেলের চোখ দুটো লোভে চকচক করে ওঠে।

বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলে তার বউকে বলল, ‘বাবা তো বলে গেল আমাদের জমির তলায় সোনা পোঁতা আছে। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় আছে তা তো বলে গেল না।’

ছেলের বউ খুব বুদ্ধিমতী। সে বলল, 'তোমার গোটা জমিটা খুঁড়েই দেখতে হবে কোথায় আছে সোনা।'

ছেলে জমি চাষ-আবাদ করার কথা ভাবতে পারে না। সে চিরকাল শুয়ে বসে কাটিয়েছে। কিন্তু সোনার লোভ বড়ো লোভ । আবার আলসেমির রোগও কম নয়। তাই সকালে উঠে সে কেবল গড়িমসি করে। বউ যখন মনে করিয়ে দেয় সোনা খোঁজার কথা, তখন সে গজগজ করে। 'দূর কোথায় সোনা পোঁতা আছে তার ঠিক নেই। কে যাবে খোঁড়াখুঁড়ি করতে? তার চেয়ে টেনে ঘুম দেওয়া অনেক ভালো।'

বউ বলে, 'তুমি মজুর লাগিয়ে জমি খোঁড়াও না। সোনা যদি পাও তবে আমাদের কপাল ফিরে যাবে। চুপচাপ বসে থেকে কী লাভ? বাবা যখন বলেছেন তখন চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?'

বউয়ের পরামর্শ শুনে ছেলে দুজন মজুর ডাকিয়ে জমি খুঁড়তে লাগিয়ে দেয়।

তার বউ আবার এসে বলে, 'ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থেকো না যেন। তুমি কোদাল নিয়ে যাও। তা না হলে ওরা যদি সোনার তালটা পেয়ে যায় তবে তা সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ!'

ছেলে ভাবে বউ ঠিক কথাই বলেছে। ওদের বিশ্বাস কী ? ওরা যদি সোনার তাল সরিয়ে ফেলে তবে সব চেষ্টা বৃথা। তাই সেও একটা কোদাল নিয়ে কাজে লেগে যায় মাঠে। কাজ করতে করতে ওদের ওপর নজর রাখার সুবিধে হবে। যত মাটি খোঁড়ে চাষির ছেলে, তত সোনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সে।

কিন্তু সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পাঁচ বিঘে জমি খোঁড়াখুঁড়ি করেও কোথাও এতটুকু সোনা পাওয়া গেল না। রাগে বিরক্তিতে অস্থির ছেলে তখন তার বউকে বলল, 'বাবা নিশ্চয় আমায় বোকা বানিয়েছে। সোনা-দানা কিছুই নেই। মিছিমিছি আমায় খাটিয়ে মারলে।'

বউ হেসে বলল,'কিন্তু দেখ, জমিটা এখন ঠিক চাষ করার মতো হয়েছে।'

ছেলে তার বউয়ের মুখের দিকে তাকাল। বউ বলল, 'আর কদিন পরেই বর্ষা নামবে। এই তো বীজ বোনার সময়। বাবা প্রতি বছর এই সময় জমিতে ধান চাষ করতেন। কী সুন্দর ফসল হতো।'

শুনে ছেলে ভাবল, জমিটা যখন খুঁড়েই ফেলা হয়েছে তখন ওটা এমনি ফেলে না রেখে চাষ করে ফেলাই ভালো। তার বউ হাট থেকে সবচেয়ে সেরা ধানের বীজ কিনে আনল। স্বামী সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ক্ষেতে কাজ করে। বউ তার খাবার নিয়ে যায়। তামাক সেজে নিয়ে যায়। অলস স্বামীকে এই ভাবে কাজ করতে দেখে গর্বে বুক ভরে যায় তার।

তারপর যথাসময়ে বর্ষা নামল। সে বছর বৃষ্টিও হলো খুব ভালো। অল্পদিনের মধ্যে ক্ষেত ভরে গেল শস্যে। মাঠ ভরা পাকা ধানের রাশি দেখে মনে হলো সত্যি কে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে মাঠে!

বউ বলল, 'দেখো, বাবা মিথ্যে বলেননি। সত্যি সত্যি সোনা ফলেছে মাঠে।'

ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে। জমিতে যে এত ভালো ফসল ফলে তা সে এই প্রথম জানল।

ফসল কাটার পর তা হাটে বিক্রি করে এক থলি টাকা পেল চাষির ছেলে। বাড়ি ফিরে সে বউকে বলল, 'এই দেখো কত টাকা। আমার ধারণা ছিল না যে জমি চাষ করে এত রোজগার করা যায়।'

বউ খুব খুশি। এই তার স্বামীর প্রথম রোজগার। হেসে বলল, 'তা হলে বাবার কথাই ঠিক তো? জমিতে সত্যিই সোনা পোঁতা ছিল?'

মাথা নেড়ে ছেলে জবাব দিল, 'ষোলোআনা। আজ আমি বুঝেছি যে বুদ্ধি খাটালে আর কঠোর পরিশ্রম করলে তার পুরস্কার পেতে দেরি হয় না।'

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

১.১ বুড়ো চাষির সংসারে কে কে ছিল?

১.২ চাষির ছেলেটি কেমন প্রকৃতির ছিল?

১.৩ বাপের কথা শুনে ছেলের মনের অবস্থা কেমন হলো?

১.৪ বুড়ো চাষি কোন কথাটা তাঁর ছেলেকে বলে যাননি?

২. **সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

২.১ চাষির ছেলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কতটা জমি খুঁড়েছিল?

২.২ চাষির ছেলের প্রথম রোজগারে কে খুশি হয়েছিল?

২.৩ গল্পে কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়ার কথা বলা আছে. আর কী কী জিনিস দিয়ে মাটি খোঁড়া যায় বলে তোমার জানা আছে?

২.৪ 'সত্যি সোনা' গল্পটির মতো আর কোন গল্প তোমার জানা আছে? জানা গল্পটি বন্ধুদের শোনাও।

৩. **বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটা বেছে নিয়ে পুরো কথাটা আবার নীচে লেখো :**

৩.১ ছেলের চোখ দুটো লোভে (ঝকঝক / চকচক / ঝকমক / ঝিকমিক) করে ওঠে।

৩.২ চাষির ছেলের বউ ছিল খুব (চালাক/সরল/বোকা/বুদ্ধিমতী)।

৩.৩ বউ বলেছিল, 'সোনা যদি পাও তবে (আমাদের/তোমার/মজুরদের/আমার) কপাল ফিরে যাবে।'

৩.৪ চাষির ছেলে ফসল কাটার পর তা (কম পয়সায়/দোকানে/হাটে/বাজারে) বিক্রি করে।

শব্দার্থ : ষোলোআনা — সম্পূর্ণ, পুরোপুরি। চুকে যাওয়া — সম্পন্ন হওয়া। গড়িমসি — আলসেমি, দীর্ঘসূত্রতা। মরিয়া — বেপরোয়া। শস্য — ফসল। ধারণা — বোধ, অনুভূতি, উপলব্ধি। পরিশ্রম — খাটুনি, মেহনত।

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো :**

৪.১ চাষির ছেলে নিজে চাষ-আবাদ করার কথা ভাবতে পারত না কেন?

৪.২ শেষ পর্যন্ত চাষির ছেলের মাঠে কাজ করতে যাওয়ার কারণ কী ছিল?

৪.৩ চাষির ছেলের বউ কোন সময়কে বীজ বোনার উপযুক্ত সময় বলেছে?

৪.৪ সে কোথা থেকে বীজ কিনে এনেছিল?

৪.৫ সে কীসের বীজ কিনেছিল?

৪.৬ গল্পের কোন মানুষটাকে তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো?

৫. **নিজের ভাষায় উত্তর দাও :**

৫.১ 'সেটা বলব বলেই তো ডেকেছি তোমায়'— কে এই কথা বলেছে? সে কাকে এই কথা বলেছে? সে তাকে কী বলার জন্য ডেকেছিল?

৫.২ গল্পে চাষির ছেলের বউ চাষির ছেলেকে কীভাবে সাহায্য করেছে তা লেখো।

৫.৩ 'সত্যি সত্যি সোনা ফলেছে মাঠে'— কে এই কথা বলেছে? সোনা বলতে এখানে আসলে কোন জিনিসকে বোঝানো হয়েছে? সেই জিনিসটা সোনা না হলেও তার সঙ্গে সোনার কী কী মিল আছে?

৫.৪ চাষির ছেলে ফসল বিক্রি করে বাড়ি ফিরলে তার বউ কী কারণে খুব খুশি হলো?

৫.৫ চাষির ছেলে আর তার বউ বুদ্ধি খাটিয়ে আর পরিশ্রম করে কী পুরস্কার পেয়েছে?

৫.৬ 'ছেলের বউ খুব বুদ্ধিমতী'— তার বুদ্ধির প্রকাশ গল্পে কীভাবে লক্ষ করা গেল?

৬. **সোনা সকলের কাছেই পছন্দের। কারণ তার কতগুলো গুণ আছে। সেই গুণগুলো পাশের বাক্স থেকে নিয়ে তুমি নীচের ফাঁকা জায়গাগুলোয় বসাও :**

৬.১ পিতলের থালাটা সোনার মতোই _____।

৬.২ পাকা ধান সোনার মতোই _____।

৬.৩ _____ সোনা দিয়ে গয়না বানানো যায় না।

৬.৪ রুপো চকচকে হলেও সোনার চেয়ে কম_____।

চকচকে, আসল, দামি, ঝলমলে

৭. ‘সত্যি সোনা’ গল্পটির সাহায্য নিয়ে ছবিগুলির নীচে উপযুক্ত বাক্য লিখে কাহিনিটি সম্পূর্ণ করো :

৭.১ _____

৭.২ _____

৭.৩ _____

৭.৪ _____

৭.৫ _____

৭.৬ _____

৭.৭ _____

অঙ্কন : সুব্রত মাজী

● ‘সত্যি সোনা’ গল্পে কুঁড়েমির বদলে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। আর কাজেও আছে আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই লেখায় সেই আনন্দেরই ছবি ধরা পড়েছে। লেখাটি ‘সত্যি সোনা’ গল্পটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে।

আমরা চাষ করি আনন্দে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে,
বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা
রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্য-দোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে,
সকল ধরা হেসে ওঠে—
অঘ্রানেরই সোনার রোদে, পূর্ণিমারই চন্দ্রে।

হাতে কলমে

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ চাষ করার জমিকে কী বলা হয়?

১.২ চাষের কাজে কী কী জিনিস না হলে চলে না?

১.৩ ধানগাছ থেকে কী কী জিনিস আমরা পাই?

১.৪ 'সকল ধরা হেসে ওঠে'—এখানে 'ধরা' শব্দটির অর্থ কী?

১.৫ 'ধরা' শব্দটিকে অন্য অর্থে ব্যবহার করে একটা বাক্য লেখো।

১.৬ 'পুলক' শব্দটি দিয়ে একটা বাক্য রচনা করো।

১.৭ 'অঘ্রান' মাসটির পুরো নামটি কী?

শব্দার্থ : রৌদ্র — রোদ্দুর। চষা — চাষ করা হয়েছে এমন। তরুণ — কিশোর, নবযৌবন প্রাপ্ত। নৃত্য- দোদুল — নাচের তালে দুলছে এমন। পুলক — রোমাঞ্চ আনন্দ। ধরা — পৃথিবী। অঘ্রান — অগ্রহায়ণ (মাসের নাম)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'সহজপাঠ', 'কথা ও কাহিনী', 'রাজর্ষি', 'ছেলেবেলা', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'হাস্যকৌতুক', 'ডাকঘর', 'গল্পগুচ্ছ'- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকর্ষণ করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

২. শূন্যস্থানে ঠিক বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি করো :

ক) স___ ঘ) শি ___

খ) গ___ ঙ) অ___ন

গ) বৃ___ চ) রৌ___

৩. **তোমার পড়া গানটির একটি পঙ্‌ক্তি নীচে দেওয়া আছে। তার পরের দুটি লাইন গান থেকে তুমি লেখো :**

সবুজ প্রাণের গানের লেখা

———————————————————

———————————————————।

৪. **বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিক মেলাও :**

বাঁদিক	ডানদিক
ক) বাঁশের বনে	ক) পুলক ছোটে।
খ) সকল ধরা	খ) সকাল হতে সন্ধে।
গ) বাতাস ওঠে ভরে ভরে	গ) হেসে ওঠে।
ঘ) মাঠে মাঠে বেলা কাটে	ঘ) চষা মাটির গন্ধে।
ঙ) ধানের শিষে	ঙ) পাতা নড়ে।

৫. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৫.১ সুর দিয়ে গাওয়া হয় গান আর রেখা দিয়ে যে কাজ করা হয় তা হলো _____।

৫.২ অঘ্রান মাসের আগের মাসের নাম হলো _____।

৫.৩ অঘ্রান মাসের পরের মাসের নাম হলো _____।

৫.৪ অঘ্রান মাস _____ ঋতুর মধ্যে পড়ে।

৬. **যাঁরা চাষ করেন তাঁদের চাষি বলে।**

তাহলে, যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের বলে _____।

যাঁরা কাঠ দিয়ে খাট, চেয়ার-টেবিল, আলনা, দরজা-জানালা বানান তাঁদের বলে _____।

যাঁরা ইটের বাড়ি বানান তাঁদের বলে _____।

যাঁরা মাটির বাড়ি বানান তাঁদের বলে _____।

যাঁরা মাছ ধরেন তাঁদের বলে _____।

৭. নীচের বাক্যগুলির দাগ দেওয়া অংশে কোনো না কোনো কাজ বোঝাচ্ছে। তুমি গানটি থেকে এমন আরো কয়েকটি কথা বের করে নীচে লেখো, যা দিয়ে কাজ করা বোঝায়।

ক) রৌদ্র ওঠে।

খ) বৃষ্টি পড়ে।

গ) পাতা নড়ে।

ঘ) চাষ করি আনন্দে।

---

৮. সারাদিন বৃষ্টি হলে তুমি দিনটা কীভাবে কাটাবে, নীচে চার লাইনে লেখো :

নিজের হাতে নিজের কাজ

কারমাটার রেল স্টেশন। একটি ট্রেন এসে দাঁড়াল।

ট্রেন থেকে এক বাঙালি ডাক্তারবাবু নামলেন। হাতে একটি ব্যাগ। ব্যাগটি ছোটো কিন্তু মানুষটি যে সম্মানে বড়ো। ডাক্তার বলে কথা। নিজে হাতে ব্যাগ বইতে হয়তো তাঁর লজ্জা বোধ হয়। তাই তিনি 'কুলি—কুলি' বলে চিৎকার শুরু করে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই এক কুলি এসে হাজির।

কুলি ডাক্তারবাবুর ব্যাগ মাথায় তুলে নিয়ে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষারত পালকিতে তুলে দিল। তারপর সে চলে যেতে উদ্যত হলো। ডাক্তারবাবু উদার মনোভাবের মানুষ। তাই তিনি কুলিকে ডেকে তার হাতে পয়সা দিতে গেলেন পারিশ্রমিক হিসাবে।

কুলি বলল, 'পয়সা লাগবে না।'

—'কেন?'

'আপনি ব্যাগটি নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন, তাই একটু সাহায্য করলাম মাত্র। আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।'

নাম শুনে ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন।

তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।'

কুলি বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে।'

ডাক্তারবাবুর সেদিন উচিত শিক্ষা হলো।

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি আর কখনও নিজের কাজ নিজে হাতে করতে সঙ্কুচিত হব না।'

হাতে কলমে

১. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১.১ একজন ডাক্তারবাবু কীভাবে সমাজের সেবা করে থাকেন?

১.২ কোথায় কোথায় কুলিদের কাজ করতে দেখা যায়?

২. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ বাঙালি ডাক্তারবাবু কোন স্টেশনে নামলেন?

২.২ গল্পে কুলিটি ডাক্তারবাবুর ব্যাগটি কীভাবে বয়ে নিয়ে গেলেন?

২.৩ ডাক্তারবাবুর ব্যাগটি নিয়ে কুলিটি কোথায় তুলে দিলেন?

২.৪ কুলিটি তাঁর নিজের নাম কী বলেছিলেন?

৩. বর্ণঝুড়ি থেকে ঠিক বর্ণটি নিয়ে শূন্যস্থানে বসিয়ে শব্দ তৈরি করো :

ডা ___ র স ___ ন অপে ___

পারি ___ মিক ল ___ ত স ___ চিত

শ্র, ঙ্কু, ক্ষা, ক্তা, জ্জি, ম্মা

৪. নীচের বাঁদিকের কথাগুলির মধ্যে যেটা ঠিক তার পাশে (✓) চিহ্ন আর যেটা ভুল তার পাশে (✗) চিহ্ন দাও :

৪.১ ট্রেন থেকে এক ডাক্তারবাবু নামলেন। ☐

৪.২ ডাক্তারবাবুর হাতে ছিল একটি ওষুধের বাক্স। ☐

৪.৩ কুলি—কুলি বলে চিৎকার করতে ডাক্তারবাবুর লজ্জা বোধ হয়। ☐

৪.৪ গল্পের কুলিটি সম্মানে ডাক্তারবাবুর চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। ☐

৫. **বর্ণগুলিকে জুড়ে শব্দ তৈরি করো :**

শ্ + ই + ক্ + ষ্ + আ

ড্ + আ + ক্ + ত্ + আ + র্ + ব্ + আ + ব্ + উ

অ +প্ + এ + ক্ + ষ্ + আ

ব্ +য্ + আ +গ্

৬. **বর্ণবিশ্লেষণ করো :**

কারমাটার, স্টেশন, পারিশ্রমিক, ঈশ্বরচন্দ্র, ক্ষমা

৭. **একই অর্থের শব্দ লেখো :**

উপস্থিত, ক্ষুদ্র, মর্যাদা, কুণ্ঠিত, থলে।

৮. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

সম্মান, লজ্জা, শিক্ষা, উচিত, সঙ্কুচিত।

৯. **বাক্য বাড়াও :**

৯.১ কুলি হাজির। (কোথায়?)

৯.২ ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন। (কেন?)

৯.৩ তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন। (কী প্রতিজ্ঞা?)

৯.৪ ট্রেন এসে দাঁড়াল। (কোথায়?)

১০. **গল্পের ঘটনাক্রম সাজিয়ে লেখো :**

১. ডাক্তারবাবু তাঁর ব্যাগ বইতে লজ্জা পাচ্ছিলেন।

২. ডাক্তারবাবুর সেদিন উচিত শিক্ষা হলো।

৩. কুলি বলল, 'পয়সা লাগবে না।'

৪. ডাক্তারবাবুর ডাকে কুলি এসে হাজির হলো।

৫. একটি ট্রেন এসে দাঁড়াল।

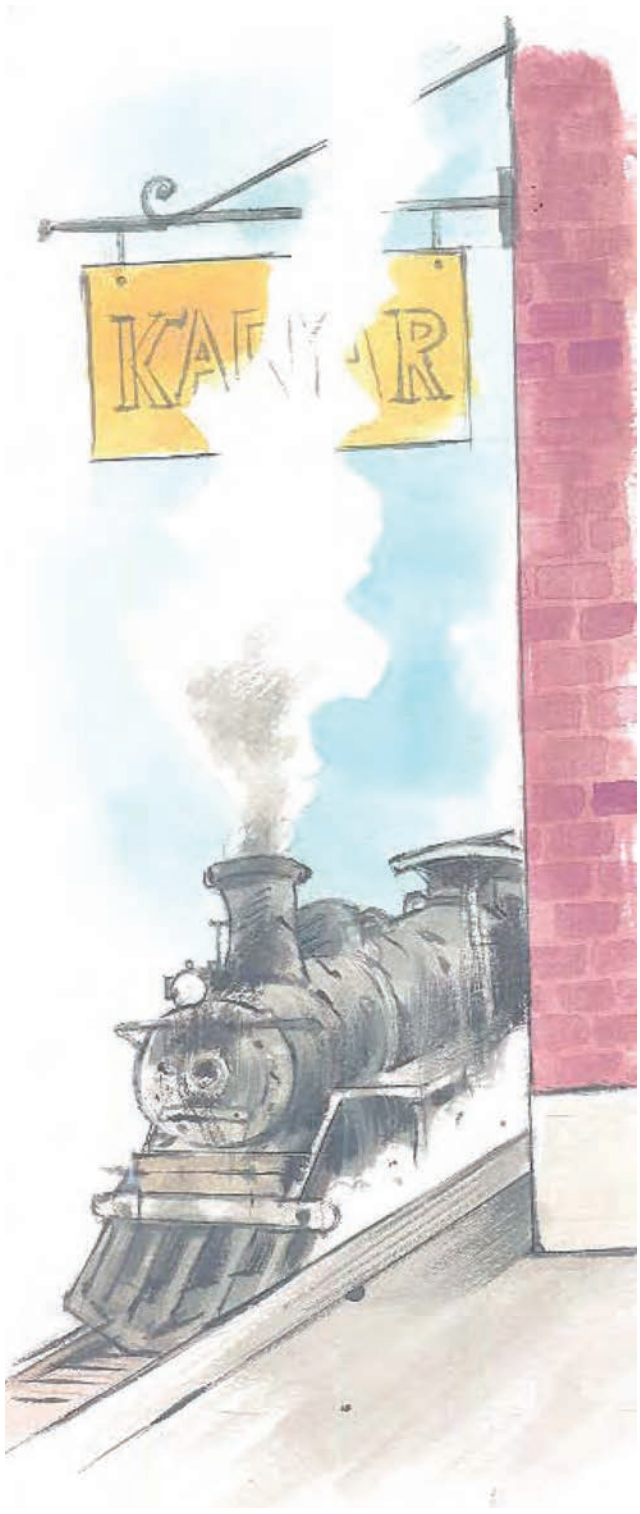

শব্দার্থ : অপেক্ষারত — যিনি অপেক্ষা করছেন। উদ্যত — প্রবৃত্ত, উন্মুখ। পারিশ্রমিক — মজুরি। উদার — মহৎ, করুণাপূর্ণ। প্রতিজ্ঞা — শপথ। সঙ্কুচিত — কুণ্ঠিত, জড়সড়ো।

১১. নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

১১.১ কার নিজে হাতে ব্যাগ বইতে লজ্জাবোধ হয়েছিল?

১১.২ ব্যাগ বইতে তাঁর লজ্জা হওয়ার কারণ কী?

১১.৩ ডাক্তারবাবু কেন কুলিকে পয়সা দিতে গিয়েছিলেন?

১১.৪ ডাক্তারবাবুর দিতে চাওয়া পয়সা কুলিটি নিলেন না কেন?

১২. তোমার জানা একটা রেলস্টেশনের নাম :

---

১৩. গল্পের ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকে আমরা যে নামে চিনি তা হলো :

দেয়ালের ছবি

অনেক অনেক দিন আগের কথা। সেই কালে আমাদের দেশে ছিল ঘন বন। আমরা তখন বনের ধারে এক গাঁয়ে থাকতাম। চাষ করতাম, বনে শিকার করতাম। সে ছিল বড়ো সুখের দিন। কোথায় হারিয়ে গেল সেসব সুখের দিন!

সেই কালে বনের ধারে গাঁয়ে থাকত এক শিকারি। সে সবসময় বনে বনে ঘুরত। তার ছিল না কোনো ভয়-ডর। উলটে বনের পশুপাখিই তাকে ভয় করত। হাতে তির-ধনুক-গুলতি নিয়ে সে ঘুরত। এমন কি রাতে শোওয়ার সময়েও তার বিছানার পাশে থাকত তির-ধনুক-গুলতি।

সকালে গাঁয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। আঁধার হওয়ার আগে পর্যন্ত বনে বনে ঘোরে। গাছের ফল খায়, পাখি শিকার করে বনেই রান্না করে খায়। বড়ো আনন্দে থাকে সে।

এমনি করে একদিন এক বাঘের সঙ্গে তার দেখা হলো। দুজনেই খুশি। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। দুজনেই খুব বন্ধু হয়ে গেল। প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়। খুব ভাব দুজনের।

একদিন শিকারি বলল, 'বন্ধু, অনেকদিন হয়ে গেল, দুজনেই খুব বন্ধু হয়ে গেলাম। তাহলে চলো একদিন আমার বাড়িতে। আমার ভালো লাগবে।'

বাঘ বলল, 'এ আর এমন কী। যাওয়াই যায়। চলো এখনই যাই। বন্ধুর বাড়ি যাব, তাতে আর আপত্তি কী!'

দুজনে রওনা দিল বনের পথে। বন পেরিয়ে মাঠ। মাঠের পাশে ফসলের জমি। তার পাশেই শিকারির বাড়ি। ছোটো দাওয়া পেরিয়ে তারা ঘরে ঢুকল। ছিমছাম পরিষ্কার সুন্দর ঘর। চোখ জুড়িয়ে যায়। বাঘ ঘরে ঢুকে মাটির ঠান্ডা মেঝেয় বসে পড়ল। আঃ, কী আরাম!

শিকারি লোটায় করে পুকুরের ঠান্ডা জল এনে দিল। বাঘ জিভ দিয়ে চেটে চেটে লোটার জল

খেল। বন্ধুর দিকে ডাগর চোখে চেয়ে রইল।

বাঘ হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে ঘরের দেয়ালে একটা হাতে-আঁকা ছবি দেখতে পেল। উঠে ছবির কাছে গেল। দেখল, একজন মানুষ শিকারি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার হাতে তির-ধনুক আর মাটিতে শুয়ে রয়েছে একটা বাঘ। শিকারি বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে রয়েছে, যেন মনে হচ্ছে বিরাট কোনো কাজ করেছে।

শিকারি খুব মজা পেয়েছে। বলল, 'আমার ঠাকুরদা, মস্ত শিকারি ছিলেন। দেখো, তিনি কেমন বিশাল বাঘ মেরে পায়ের তলায় রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরদা বাঘ-নেকড়ে-চিতা কাউকে ভয় পেতেন না। মস্ত শিকারি ছিলেন। আমার বাবাও মস্ত শিকারি ছিলেন। আমিও তাই।'

বাঘ হাই তুলে বলল, 'ছবিটা এঁকেছে কে?'

শিকারি বলল, 'আমার বাবা এঁকেছেন। তিনি শুধু মস্ত শিকারি ছিলেন না, খুব ভালো আঁকতে পারতেন।'

বাঘ বলল, 'হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা এটা কি মানুষের আঁকা?'

শিকারি বলল, 'কী যে বলো বন্ধু, আমার বাবা তো মানুষই ছিলেন। আমার বাবা তিনি, মানুষ ছাড়া আর কী হবেন?'

বাঘ গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বলল, 'ছবিটা যদি কোনো বাঘ আঁকত তাহলে অন্যরকম হতো।'

হাতে কলমে

১. **এক বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ দেয়ালে আঁকা ছবি তুমি কোথায় কোথায় দেখেছ?

১.২ অনেক অনেক দিন আগে মানুষ কোথায় বাস করত?

১.৩ তখন তাদের কীভাবে দিন কাটত?

২. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো :**

ম ব স য় স, ন ক নে দি অ, ল দে য়া, র অ ম ক ন্য, ম ম ছা ছি।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১ সে ছিল বড়ো..... দিন।

৩.২ এমনি করে একদিন এক.....সঙ্গে তার দেখা হলো।

৩.৩ বাঘ বলল, এ আর..... কী।

৩.৪ বলল, আমার....., মস্ত শিকারি ছিলেন।

৩.৫ আমার..... তিনি, মানুষ ছাড়া আর কী হবেন ?

শব্দার্থ : গুলতি — ছোটো পাথর, মাটির গুলি ইত্যাদি ছোঁড়ার প্রাচীন ও দেশীয় অস্ত্র বিশেষ। দাওয়া — বারান্দা। ছিমছাম —পরিপাটি, শোভন। লোটা — ঘটি। ডাগর — বড়ো। মুচকি — মৃদু।

৪. **ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে বাক্যগুলি আবার লেখো :**

৪.১ দেয়ালের ছবিটি এঁকেছিল (শিকারি/শিকারির বাবা/শিকারির ঠাকুরদা/বাঘ)।

৪.২ অনেক অনেক দিন আগে আমাদের দেশে ছিল (ঘন বন/মরুভূমি/বড়ো বড়ো পাহাড়/বিশাল সমুদ্দুর)।

৪.৩ বনের পশুপাখিরা শিকারিকে (ভালোবাসত/ঘৃণা করত/ভয় পেত/উপহাস করত)।

৪.৪ গল্পের বাঘটি ভালো (গান গাইত/গল্প বলত/ছবি আঁকত/কথা বলত)।

৪.৫ শিকারি বাঘকে খেতে দিয়েছিল (গরম দুধ/মাংস/ঠান্ডা জল/চা)।

৫. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** অনেকক্ষণ, পরিষ্কার, কথাবার্তা, অন্যরকম, নেকড়ে।

৬. **অর্থ লেখো :** আঁধার, আপত্তি, দাওয়া, লোটা, ডাগর।

৭. **সমার্থক শব্দ লেখো:** বিশাল, বাঘ, মজা, ছবি, বাবা, জল, বন্ধু।

৮. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :** অনেক, দিন, ঘন, সুখ, ঠান্ডা, মস্ত।

৯. **গল্পটিতে কয়েকটি জোড়া শব্দ আছে।** একটি যেমন— বনে বনে।
এরকম আরও দুটি জোড়া শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো।

১০. শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও :

গাঁ	তির	বাড়ি	জিভ	হতো
গা	তীর	বারি	জীব	হত

১১. 'চোখ' শব্দটিকে পাঁচটি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্য রচনা করো ।

১২. বাক্য রচনা করো: চাষ, মেঝে, আঁকা, বিরাট, দেওয়াল।

১৩. বাক্য বাড়াও :

১৩.১ শিকারি জল এনে দিল। (কোথা থেকে, কেমন জল?)
১৩.২ দুজনে রওনা দিল। (কোথায়?)
১৩.৩ সকালে বেরিয়ে যায়। (কোথা থেকে?)
১৩.৪ বাঘ হাসল। (কেমন করে?)
১৩.৫ দুজনেই বন্ধু হয়ে গেল। (কেমন বন্ধু?)

১৪. গল্পের ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো :

১৪.১ শিকারি খুব মজা পেয়েছে।
১৪.২ বাঘ হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে ঘরের দেয়ালে একটা হাতে আঁকা ছবি দেখতে পেল।
১৪.৩ বাঘ বলল,... বন্ধুর বাড়ি যাব তাতে আর আপত্তি কী!
১৪.৪ বাঘ ঘরে ঢুকে মাটির ঠান্ডা মেঝেয় বসে পড়ল।
১৪.৫ বাঘ বলল,... তা এটা কি মানুষের আঁকা?

১৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১৫.১ গল্পের শিকারিটি কীভাবে তার দিন কাটাত?
১৫.২ বনে শিকারির প্রিয় বন্ধুটি কে? তাকে সে একদিন কী প্রস্তাব দিল?
১৫.৩ উত্তরে তার বন্ধু তাকে কী বলল?
১৫.৪ গল্পে শিকারির বাড়িটি কোথায়?
১৫.৫ তার ঘর-বাড়ির চেহারা কেমন?
১৫.৬ শিকারি তার বাড়িতে প্রিয় বন্ধুর যত্ন কীভাবে করেছিল?
১৫.৭ বাঘ হঠাৎ দেয়ালে কীসের ছবি দেখল?
১৫.৮ শিকারির মজা পাওয়ার কারণ কী?
১৫.৯ নিজের ঠাকুরদা সম্পর্কে শিকারি কোন কথা বাঘকে বলল?
১৫.১০ সে ব্যাপারে বাঘ আগ্রহ দেখাল না কেন?
১৫.১১ বাঘের কোন কথা শুনে শিকারি অবাক হয়েছিল?
১৫.১২ দেয়ালের ছবিটির বিষয় কী ছিল? ছবিটি কোনো বাঘ আঁকলে, সেটির বিষয় কী হতো?

সা রা দি ন

সুনির্মল চক্রবর্তী

সারাদিন ভালো লাগে
নানা ছবি আঁকতে,
খাতার পাতায় চাই
মনখানা রাখতে।
হিজিবিজি ভাবনারা
মনে আসে যখনই,
ছবি হয়ে খাতাটায়
রয়ে যায় তখনই।
হাতি ঘোড়া গাছ পাখি
আঁকি আমি কত কী,
কেন আঁকি এইসব
আমি জানি অত কি?
এতসব আঁকি তবু
মন ভরে যায় না,
আসলে এ খাতা ছেড়ে
মন যেতে চায় না।।

১. এক বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ খাতা ছাড়া আর কোথায় কোথায় মানুষকে লিখতে দেখেছ তুমি?

১.২ লেখালেখি ছাড়া খাতায় তুমি আর কী কী করেছ?

১.৩ খাতার পৃষ্ঠা দিয়ে কী কী খেলা ছোটোরা খেলতে পারে?

১.৪ ছবি আঁকার খাতা আর লেখার খাতার তফাত কোথায়?

১.৫ ছবি আঁকতে সাধারণত কোন কোন জিনিস কাজে লাগে?

১.৬ তুমি যে সব ছবি আঁকো, সেগুলো মূলত কী নিয়ে আঁকা?

১.৭ এলোমেলো হিজিবিজি ভাবনাকে আঁকা ছাড়া আর কীভাবে প্রকাশ করা যায়?

১.৮ তুমি যখন আরও ছোটো ছিলে, তখনকার একটি খাতা যদি তুমি হঠাৎ খুঁজে পাও, তবে তোমার কেমন লাগবে, তা নিজের ভাষায় লেখো।

শব্দার্থ : হিজিবিজি — জটিল, বিশৃঙ্খল।

সুনির্মল চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৫৩) : শিশুসাহিত্যিক, ছোটোগল্পকার, গীতিকার। ছোটোদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত বই— 'খাতার পাতায়', 'মৌরিফুল', 'পুঁটুরাণী', 'কুসুমপুরের শালিক', 'সাতভাই চম্পা', 'কলাবতী রাজকন্যা' ইত্যাদি।

২. ঠিক বাক্যটির পাশে (✓) ও ভুলটির পাশে (×) দাও :

২.১ শিশুটি এই কবিতায় একজন শিল্পী। ☐

২.২ সারাদিন শিশুটি প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। ☐

২.৩ তার আঁকার বিষয় হাতি, ঘোড়া, গাছ, পাখি ইত্যাদি। ☐

২.৪ শিশুটি স্পষ্ট জানে কেন সে ছবিটা আঁকে। ☐

২.৫ অনেক ছবি এঁকেও শিশুটির মনে স্বস্তি নেই। ☐

৩. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

৩.১ সারাদিন ছবি আঁকতে শিশুটির (ভালো লাগে/ভালো লাগে না/বিরক্ত লাগে)।

৩.২ শিশুটির আঁকার বিষয় (নানা রকম/একরকম/কয়েক রকম)।

৩.৩ শিশুটির সব ভাবনাই (হিসেবি/বেহিসেবি/নজরকাড়া)।

৩.৪ শিশুটির চিন্তা ভাবনা বুঝতে গেলে তাঁর (কথা শুনতে হবে/কবিতা পড়তে হবে/খাতা দেখতে হবে)।

৩.৫ শিশুটি তার খাতাটিকে ছেড়ে (থাকতে চায়/থাকতে চায় না/দূরে কোথাও চলে যেতে চায়)।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করো :

৪.১ ..... ভালো লাগে
নানা ..... আঁকতে

৪.২ ..... ভাবনারা
মনে ..... যখনই

৪.৩ .... গাছ পাখি
আঁকি ..... কত কী

৪.৪ এতসব ..... তবু
মন ..... যায় না

৪.৫ আসলে এ ..... ছেড়ে
..... যেতে চায় না।

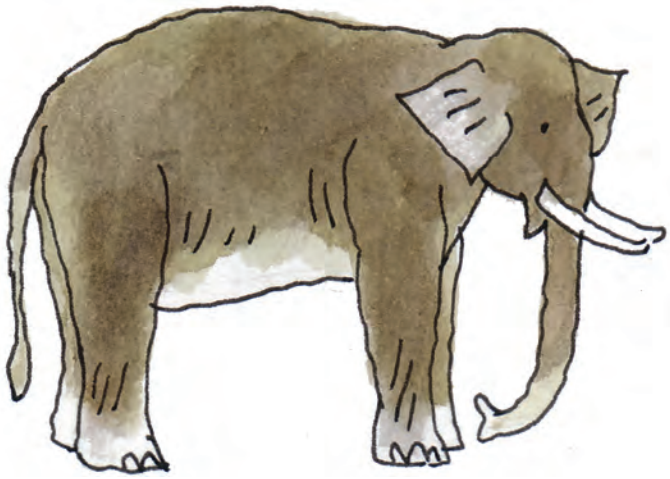

৫. এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো :

জি জি বি হি, দি রা ন সা, খা ম না ন, এ ব ই স, স আ ল।

৬. বর্ণ বিশ্লেষণ করো :

খাতা, আঁকি, আঁকতে, ভাবনারা।

৭. 'ক' ও 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

ক	খ
ঘোড়া	তুলি
খাতা	জুড়িগাড়ি
ছবি	আকাশ
পাখি	বন
গাছ	কলম

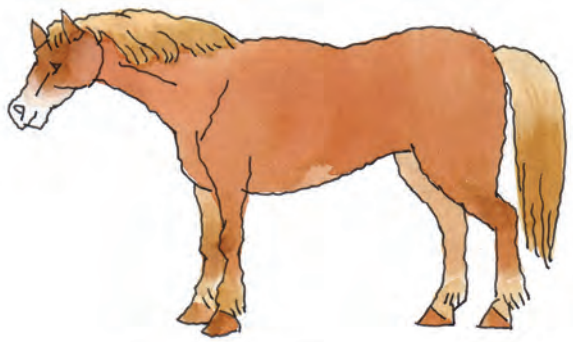

৮. নীচের শব্দগুলির যা অর্থ, কবিতাটি থেকে সেই শব্দগুলি বেছে নিয়ে লেখো :

বিচিত্র, দিবারাত্র, পৃষ্ঠা, চিত্ত, চিত্র, গজ, অশ্ব, পক্ষী, বৃক্ষ।

৯. **কী বলে লেখো :**

হাতির ডাক.....

ঘোড়ার ডাক.....

পাখির ডাক.....

১০. **আমি আঁকি। (তুমি, সে, আর তিনি আঁকলে, কী লিখবে?)**

তুমি.....।

সে.....।

তিনি.....।

১১. **একের বেশি বোঝানো হয়েছে, এমন তিনটি শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :**

....

১২. **শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও :**

মন	আসা
মণ	আশা

১৩. **'রয়ে' ও 'ভরে' শব্দ দুটির অন্য রূপ লেখো।**

১৪. **নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর দাও :**

১৪.১ 'চায়' শব্দটিকে 'তাকানো' ও 'চাওয়া' এই দুটি অর্থে ব্যবহার করে দুটি বাক্য লেখো।

১৪.২ 'পাতা' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করে দুটি বাক্য লেখো।

১৫. **বাক্য রচনা করো :**

সারাদিন, খাতা, হিজিবিজি, ছবি, মন।

১৬. **বাক্য বাড়াও :**

১৬.১ আমি আঁকি। (কী আঁকো?)

১৬.২ খাতাটায় রয়ে যায়। (কী, কীভাবে?)

১৬.৩ ভালো লাগে নানা ছবি আঁকতে। (কখন?)

১৬.৪ আমি জানি অত কি? (কী জানো না?)

১৬.৫ মন যেতে চায় না। (কী ছেড়ে?)

১৭. **'সারাদিন' কবিতার অনুসরণে লেখো কবির সারাটি দিন কীভাবে কাটে।**

তৃতীয় পাঠ

ফুল

সুখলতা রাও

অনেক অনেক কাল আগে, যখন মানুষ জন্মায়নি, তখন পৃথিবীতে ফুল ছিল না। মাটির উপর ছিল কেবল বড়ো বড়ো ঘাস আর পাতা গাছ। আলো এসে ফুলদের খুঁজে খুঁজে যেত। বাতাস পাতা শুঁকে শুঁকে চলে যেত। হায়, ফুল নেই।

এক রাতে ফুলপরিরা নেমে এল পৃথিবীর পাতা-ভরা বাগানে। তাদের দেশে নাকি অনেক ফুল। তারা ফুলের পাপড়ির পোশাক পরে, ফুলের মধু খায়। পরিরা বলাবলি করল, 'আচ্ছা, এমন চমৎকার জায়গায় ফুল নেই? চলো, আমরা ফুল নিয়ে আসি।'

বলে, তারা সকলে মিলে, তাদের দেশ থেকে অনেক ফুলের বীজ নিয়ে এল। সেই সব বীজ ছড়িয়ে দিল মাঠে মাঠে, বনে বনে। সেই বীজ থেকে গাছ গজাল। তারপর গাছে গাছে দেখা দিল নানা রঙের ফুলের কুঁড়ি। সেই কুঁড়ি ফুটল। সাদা নীল হলদে লাল বেগুনি ফুলে ছেয়ে গেল বন। আলো এসে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। বাতাস তাদের দুলিয়ে দিয়ে গেল। মৌমাছিরা ছুটে এল মধু খেতে।

এখনো নাকি ফুলপরিরা নেমে আসে পৃথিবীতে। যেখানে মানুষরা থাকে, সেখানে নয়। রাত হলে, চাঁদ উঠলে, তারা গভীর জঙ্গলের ভিতর নামে। সারা রাত ফুলবনে হাত ধরাধরি করে নাচে। ভোর না হতে চলে যায়। সকালবেলা সেখানে গেলে নাকি দেখতে পাওয়া যায়—তাদের পায়ের চাপে ঘাস শুয়ে পড়েছে। কেউ দেখেছ?

হাতে কলমে

১. পরিরা জাদু জানে। তারা ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু বদলে ফেলতে পারে। তাদের আছে জাদুছড়ি। ধরো, তুমিও একদিন পেয়ে গেলে এমনই এক জাদুছড়ি। বদলে ফেলো তোমার অপছন্দের তিনটি জিনিস, কী কী বদলালে, লিখে রাখো :

_____

_____

_____

২. **নীচে দেওয়া বাক্যগুলিতে কিছু শব্দ বাদ পড়েছে। পাশের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দগুলো নিয়ে বাক্যগুলো ঠিক করে দাও :**

২.১ কাঁচা আম খেতে_____, পাকা আম_____হয়।

২.২ নাগরদোলা বারবার_____ ওঠে, আবার _____ নামে।

২.৩ সকালবেলা সূর্য উঠলে চারিদিকে _____ আর রাতের বেলা সব _____ হয়ে যায়।

২.৪ আমি যদি দুষ্টুমি করি, সবাই আমাকে _____ বলবে, কিন্তু যদি কথা শুনি সবাই বলবে_____।

২.৫ _____ দিকে সূর্য উঠলেও _____ দিকে অস্ত যায়।

ওপরে, নীচে। পূর্ব, পশ্চিম। আলো, অন্ধকার। টক, মিষ্টি। খারাপ, ভালো।

শব্দার্থ : কাল — সময়। পরি— কল্পনার জীব, এরা জাদু জানে, এরা দেখতে মানুষের মতো হলেও এদের দুটি ডানা থাকে। পোশাক — জামা কাপড়। চমৎকার—খুব সুন্দর। ছেয়ে গেল — ভরে গেল।

৩. **নীচে কতগুলো ফাঁকা জায়গা দেওয়া হলো। ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বাক্যগুলো পূর্ণ করো :**

৩.১ নানা রঙের কুঁড়ি থেকে হয় নানা রঙের _____ (ফল / পাতা / ফুল)।

৩.২ পৃথিবীর পাতাভরা বাগানে নেমে এল _____ (জলপরিরা / ফুলপরিরা / বনপরিরা)।

৩.৩ _____ (রোদ / বৃষ্টি / আলো) এসে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিত।

৩.৪ বাতাস পাতা _____ (শুঁকে শুঁকে / উড়িয়ে / ঝরিয়ে) চলে গেল।

৩.৫ এখনও নাকি ফুলপরিরা নেমে আসে _____ (চাঁদে / পৃথিবীতে / আকাশে)।

৪. **ফুলের মধ্যে কিছু গুণ আছে যা অন্যকে সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করে। নীচে গুণগুলো দিয়ে দেওয়া হলো। শব্দগুলোর ভাব বজায় রেখে নতুন বাক্য তৈরি করো (একটি করে দেওয়া হলো) :**

গুণ	বাক্য
স্নিগ্ধতা	শরতের সকালে শিউলি ফুলের গন্ধে মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়।
পবিত্রতা	
সুগন্ধ	
বর্ণময়তা	
সৌন্দর্য	

৫. **দু-একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৫.১ কোন সময় পৃথিবীতে ফুল ছিল না বলে লেখক আমাদের জানিয়েছেন?

৫.২ যখন ফুলেরা এই পৃথিবীতে ছিল না, তখন পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল?

৫.৩ ফুলপরিরা কেমন পোশাক পরে? তারা কী খায়?

৫.৪ ফুলপরিদের নিয়ে আসা বীজ থেকে যে গাছ হয়েছিল, তাতে কী কী রঙের ফুল ফুটেছিল?

৫.৫ গভীর জঙ্গলে সারা রাত ফুলপরিরা কী করে?

৫.৬ গভীর জঙ্গলেই বা তারা কেন নেমে আসে?

৬. এই গল্পে বলা হয়েছে পরিরা কীভাবে পৃথিবীতে ফুল ফোটাল। তুমি তোমার নিজের ভাষায় সেই ঘটনাটি লেখো।

৭. **কোন ঋতুতে কী কী ফুল ফোটে তা নীচের ছকে লেখো :**

গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত	শীত	বসন্ত

সুখলতা রাও (১৮৮৬ - ১৯৬৯) : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। রায়চৌধুরী পরিবারের সাংস্কৃতিক আবহাওয়াতে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই বহু বই লিখেছেন। তাঁর 'আরো গল্প', 'খোকা এল বেড়িয়ে', 'নতুন ছড়া' প্রভৃতি বই বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্পদ।

৮. **একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :**

বসুধা, মৃত্তিকা, বায়ু, বৃক্ষ, অলি, তৃণ।

৯. **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

ক	খ
ফুল	রাত
পরি	মধু
বাগান	পোশাক
পাপড়ি	গাছ

১০. **বর্ণবিশ্লেষণ করো :**

পৃথিবী, চমৎকার, মৌমাছি, জঙ্গল, মানুষ।

১১. **কটি বাক্য খুঁজে পেলে লেখো :**

অনেক অনেক কাল আগে, যখন মানুষ জন্মায়নি, তখন পৃথিবীতে ফুল ছিল না। মাটির উপর ছিল কেবল বড়ো বড়ো ঘাস আর পাতা গাছ। আলো এসে ফুলদের খুঁজে খুঁজে যেত। বাতাস পাতা শুঁকে শুঁকে চলে যেত। হায়, ফুল নেই।

১২. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

রাত, বড়ো, আগে, যেত, অনেক।

১৩. কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুযায়ী পাশেপাশে বাক্য লেখো :

১৩.১ পরিরা দুঃখে চলে যেত।

১৩.২ চলো, আমরা ফুল নিয়ে আসি।

১৩.৩ ঘাস শুয়ে পড়েছে।

১৪. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দছকটি পূরণ করো :

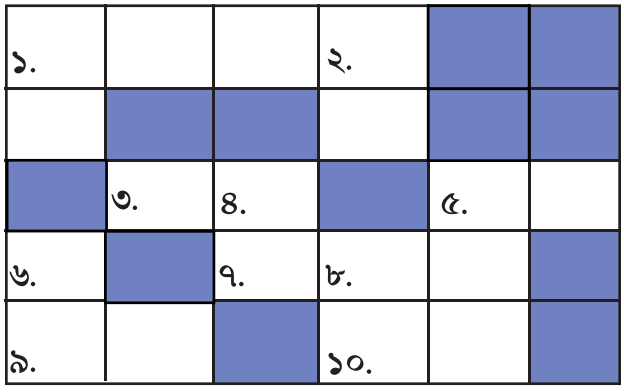

১.			২.		
	৩.	৪.		৫.	
৬.		৭.	৮.		
৯.			১০.		

পাশাপাশি

১. আকাশ, নদী, গাছপালা-সহ আমাদের চারপাশ।

৩. বৃক্ষ বিশেষ।

৫. মৌমাছির আরেক নাম।

৭. ছয় ঋতুর মধ্যে সবার শেষে আসে।

৯. আমরা সবাই মিলে..... বেঁধে খেলতে যাই।

১০. পরিরা খুশি হলে যা দেয়।

উপর-নীচ

১. এরা কল্পনা-রাজ্যের বাসিন্দা।

২. খুব জোরে হলে কানের পর্দা ফেটে যায়।

৪. এর মধ্যেও ফুলগাছ লাগানো হয়।

৫. মন বা..........সর্বদা পবিত্র রাখতে হয়।

৬. সূর্য-ও মামা........-ও মামা।

৮. 'পাখি......করে রব, রাতি পোহাইল'

সমাধান :

উপর-নীচ : ১. পরি, ২. শব্দ, ৪. টব, ৫. অন্তর, ৬. চাঁদ, ৮. সব

পাশাপাশি : ১. পরিবেশ, ৩. বট, ৫. অলি, ৭. বসন্ত, ৯. দল, ১০. বর

আজ ধানের ক্ষেতে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা—
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই — লুকোচুরি খেলা।।
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে — উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে
আজ কীসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা।।

ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি ‘গীতবিতান’ নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে ‘স্বরবিতান’ নামের বইয়ে। এই গানটি ‘প্রকৃতি’ পর্যায়ভুক্ত।

সো না

গৌরী ধর্মপাল

চাষির মেয়ে সোনা। চাষির ঘর আলো করে উঠোনে হামাগুড়ি দেয়। একটুখানি জায়গা মায়ে-বাপে বেড়া দিয়েছে, যাতে বাইরে বেরিয়ে না যায়। নরম লতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, পাছে মেয়ের হাতে-পায়ে লাগে।

সোনা একটু বড়ো হয়েছে। মা ভাবে, সোনার হাতে দু-খানি কাঁকন দিলে বড্ড মানাত। তা কোথায় পাবে বলো? সোনার যা দাম! তা ছাড়া চুরির ভয় আছে না?

আছে। সোনা উঠোনে খেলা করে। গায়ের সোনায় রোদ লেগে ঠিকরোয়। গাঁ-সুদ্ধ সবাই দেখে আর আশ্চয্যি মানে। মা ঘরের পাট সারতে সারতে চোদ্দোবার এসে দেখে যায়।

একদিন সোনাকে নিয়ে নদীতে নাইতে গেছে বাপ-মায়ে। নাইয়ে ধুইয়ে গা মুছিয়ে দিতে যাবে কী, দেখে, মেয়ের গায়ে বালি চিকচিক করে। কত মুছলে, কত ঝাড়লে, সে বালি আর কিছুতেই ঝরে না। তখন ভালো করে নিরীক্ষণ করে চাষি বললে, অ বউ, এ তো বালি নয়, এ যে দেখছি সোনা! তুই মেয়ের হাতে কাঁকন দিতে চাইছিলি। তা নদীমা তোর মেয়ের সারা গায়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছেন।

অ্যাঁ, তাই নাকি? বলে মেয়েকে আঁচল দিয়ে ঢেকেঢুকে চাষি-বউ বাড়ি নিয়ে এল।

একদিন। বাবা গেছে ক্ষেতে, মা রান্নাঘরে দুধ জ্বাল দিচ্ছে, দুধ উথলোব-উথলোব করছে। সোনা উঠোনে একা। এক চোর—এতদিন ধরে তক্কে তক্কে ছিল—এসে সোনাকে তুলে নিয়ে চম্পট। মা দুধ খাবার জন্যে ডাকতে এসে দেখে, মেয়ে নেই। কখন কী হয় ভেবে চাষি এক ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছিল ঘরের মধ্যে। সেইটি ধরে মা পাগলের মতো বাজাতে লাগল—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—সারা গাঁ ছুটে এল। তারপর হাতের কাছে যে যা পেল নিয়ে ছুটল চোর ধরতে।

চোর ওদিকে সোনাকে নিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছে। বড়ো রাস্তায় পড়েই দেখে কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দু-তিনটে গাড়ি আসছে। হঠাৎ সামনের গাড়ি থেকে একজন চেঁচিয়ে বললে, আরে ওই তো। সব ক-টা গাড়ি একসঙ্গে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। দু-তিন জন একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ে চোরকে ধরে ফেললে। চোর বললে, এ তো আমার মেয়ে। বড্ড কান্নাকাটি করছিল, তাই বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলুম। গাঁয়ের লোকেরা পেছন থেকে গর্জন করে বললে—মিথ্যে কথা। চাষিও ততক্ষণে ভিড় দেখে ক্ষেত থেকে ছুটে এসেছে। সোনা বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চাষি বললে, আপনারা?

—আমরা সরকারের লোক। আপনার মেয়ের কথা শুনে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি, নদীতে সোনা খুঁজতে।

—খুঁজুন।

লোকেরা গাড়ি করে সোনা আর সোনার বাবাকে পৌঁছে দিয়ে যন্ত্রপাতি বসিয়ে নদীতে সোনা খুঁজতে লেগে গেল।

সেই থেকে সেই গাঁয়ের নাম হলো সোনারগাঁ।

সরকারের লোকেরা নদীর জলে সোনা পেল বটে, কিন্তু এত কম যে তোলা পোষাবে না।

পাততাড়ি গুটিয়ে তাঁবু উঠিয়ে যেদিন তারা চলে গেল, গাঁয়ের লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। নদীমাও হাঁপ ছাড়লেন। খোঁড়াখুঁড়িতে এতদিনের ময়লা বেরিয়ে তলাটা পরিষ্কার হয়ে গেল কিনা। তা ছাড়া বুঝতেই পারছ, বুকের ওপর দম আটকানো নল বসানো, ইঞ্জিনের আওয়াজ—ও কি কারও ভালো লাগে? বলো? মন খুলে স্রোতের আঁচল দুলিয়ে কুলকুল করে বইতে লাগলেন আর দু-কূল ভরে ফসল ফলাতে লাগলেন।

সোনা আরও বড়ো হয়েছে। পাঠশালের উঁচু ক্লাসে পড়ে। সংস্কৃতের দিদিমণি নাম রেখেছেন নদীমাতৃকা। নদীমাতৃকা বন্ধুদের নিয়ে নদীতে সাঁতার কাটে ওবেলা একঘণ্টা, এবেলা একঘণ্টা। বন্ধুরা বলে, আমরাও তো সাঁতার জানি। কিন্তু তুই যেন জলের মাছ। নদীমা হিরণ্যবক্ষা ঢেউ দুলিয়ে হাসেন। সোনার হাতে-গলায় সোনা চিকচিক করে।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার শোনো। নদীকে কেউ নোংরা করলে সোনা ঠিক টের পায় যেখানেই থাকুক। বাঘিনির মতো ছুটে আসে। একজনকে তো আধমরা করে ছেড়েছিল। আর একজন কারখানা বসিয়েছিল। হু হু করে নোংরা জল পড়ছিল নদীতে। সোনা সবাইকে নিয়ে ধরনা দিয়ে বন্ধ করিয়ে ছাড়ল। সেই থেকে সোনারগাঁ-এর লোকেরা কেউ নদীকে নোংরা করে না। ভিনগাঁয়ের লোকেরা এসে বলে, বাঃ, তোমাদের এখানে নদী তো বেশ পরিষ্কার। আমাদের ওখানে এই নদীই যেন নর্দমা।

সোনা বলে, নদী যে মা, সত্যিকারের মা। শুধু কি জল? জল-কে-জল। দুধ-কে-দুধ! দেখনি, ধানের বুকে টসটস করে? মায়ের দুধ খাও আর মায়ের গায়ে কাদা ছোঁড়ো, তোমরা কী? মানুষ না পিশাচ?

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ সোনা কে? তার বাবা-মা কেন বাড়িতে বেড়া দিয়েছেন?

১.২ নদীমা কীভাবে সোনার সারা গায়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছিলেন?

১.৩ চোরটি সোনাকে কখন চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল?

১.৪ কেন গ্রামটির নাম হলো ‘সোনারগাঁ’?

১.৫ সরকারের লোকেরা কী কাজ করবে বলে সোনাদের গ্রামে এসেছিল?

১.৬ কে সোনার নাম রেখেছিল নদীমাতৃকা? এই নামের অর্থ কী?

১.৭ কেউ নদীর জল নোংরা করলে সোনা কী করত?

২. নদী আমাদের কী কী উপকার করে?

৩. এই গল্প থেকে এমন তিনটি বাক্য খুঁজে নিয়ে লেখো যেখানে ‘সোনা’ শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. ভারতবর্ষ ‘নদীমাতৃক’ দেশ। এখানে অনেক নদী আছে। নদীকে মায়ের মতন কেন বলা হয়?

৫. তোমার জানা তিনটি নদীর নাম লেখো।

৬. **শব্দগুলো সাজিয়ে বাক্য গঠন করো :**

৬.১ বড়ো হয়েছে একটু সোনা।

৬.২ ছাড়লেন নদীমা-ও হাঁপ।

৬.৩ ক্লাসে পাঠশালের উঁচু পড়ে।

৬.৪ সোনারগাঁ হলো সেই নাম সেই থেকে গাঁয়ের।

৬.৫ চিকচিক বালি মেয়ের করে গায়ে।

শব্দার্থ : আশ্চয্যি — অবাক। নাইতে—স্নান করতে। নিরীক্ষণ—ভালো করে দেখা, পরীক্ষা করা। চম্পট—পালিয়ে যাওয়া। গর্জন—রেগে গিয়ে আওয়াজ করা । নদীমাতৃকা—নদী যার মায়ের মতন। হিরণ্যবক্ষা— যার বুকে সোনা থাকে। পিশাচ—দৈত্য।

৭. এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

কুকুলল	—	লসফ	—
কেচুঢেকে	—	মদিণিদি	—
মাড়িগুহা	—	তাড়িতপা	—
ক্ষততণে	—	কারসর	—

৮. শূন্যস্থান পূরণ করো :

৮.১ চাষির ঘর আলো করে উঠোনে _____ দেয়।

৮.২ গায়ের _____ রোদ লেগে ঠিকরোয়।

৮.৩ তুই মেয়ের হাতে _____ দিতে চাইছিলি।

৮.৪ সংস্কৃতের দিদিমণি নাম রেখেছেন _____।

৮.৫ আপনার মেয়ের কথা শুনে _____ নিয়ে এসেছি।

৯. 'সোনা' শব্দটি নীচের বাক্যগুলিতে কোথায় ব্যক্তি আর কোথায় বস্তু বোঝাচ্ছে লেখো :

৯.১ চাষির মেয়ে সোনা।

৯.২ মা ভাবে, সোনার হাতে দু-খানি কাঁকন দিলে বড্ড মানাত।

৯.৩ সোনার যা দাম!

৯.৪ গায়ের সোনায় রোদ লেগে ঠিকরোয়।

৯.৫ এ যে দেখছি সোনা!

৯.৬ সোনার হাতে-গলায় সোনা চিকচিক করে।

গৌরী ধর্মপাল (জন্ম ১৯৩১): সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক। ছোটোদের জন্য লেখালেখি করেছেন সারাজীবন, ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলির কয়েকটি— 'ঘোড়া যায়', 'চোদ্দো পিদিম', 'আশ্চর্য কৌটো', 'চাঁদনি', 'কালো মানিক'। ছোটোদের জন্যই অনুবাদ করেছেন 'মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র' আর বিদেশি রূপকথার অনুবাদ 'আটটি আপেল'।

১০. একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

অন্যগ্রাম, কনক, তটিনী, কঙ্কন, নীর, নির্মল।

১১. গল্পের ঘটনাক্রম সাজিয়ে লেখো :

১১.১ এক চোর এসে সোনাকে তুলে নিয়ে চম্পট।

১১.২ সরকারের লোক যন্ত্রপাতি বসিয়ে সোনা খুঁজতে লেগে গেল।

১১.৩ সোনারগাঁ-র লোকেরা কেউ নদীকে নোংরা করে না।

১১.৪ নদীমা তোর মেয়ের গায়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছেন।

১১.৫ সোনা বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

১২. বিপরীতার্থক শব্দ :

গাঁ, উঁচু, এক, সামনে, মিথ্যে।

১৩. বর্ণ বিশ্লেষণ করো :

কাঁকন, পরিষ্কার, চম্পট, যন্ত্রপাতি, নদীমাতৃকা, হিরণ্যবক্ষা।

১৪. কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে পাশাপাশি বাক্য লেখো :

১৪.১ মেয়েকে আঁচল দিয়ে ঢেকেঢুকে চাষি-বউ বাড়ি নিয়ে এল।

১৪.২ মা পাগলের মতো বাজাতে লাগল — ঢং ঢং ঢং...।

১৪.৩ আপনার মেয়ের কথা শুনে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি।

১৪.৪ তুই যেন জলের মাছ।

১৫. বাক্য রচনা করো :

হামাগুড়ি, হনহনিয়ে, ইঞ্জিন, অদ্ভুত, পিশাচ।

১৬. বাক্য বাড়াও :

১৬.১ একটুখানি জায়গা মায়ে-বাপে বেড়া দিয়েছে। (কেন?)

১৬.২ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দু-তিনটে গাড়ি আসছে। (কোথা দিয়ে?)

১৬.৩ যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি। (কেন?)

১৬.৪ সোনা ঠিক টের পায় যেখানেই থাকুক। (কী টের পায়?)

১৬.৫ ভিনগাঁয়ের লোকেরা এসে বলে। (কী বলে?)

১৭. নদীতে কোন কোন প্রাণী বাস করে? সাঁতার কাটতে পারে কোন পাখি?

১৮. 'সোনা' গল্পটি থেকে তোমরা কী শিখলে তা লেখো। গল্পটির আর একটি নাম দাও ।

১৯. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দছকটি পূরণ করো :

১.		২.		৩.	
				৪.	৫.
৬.			৭.		
		৮.			
৯.				১০.	
			১১.		

উপর-নীচ

১. এখানে মাথা রেখে ঘুমোতে আরাম।
২. জলের জীব।
৩. এর উপরেই লিখতে হয়।
৫. ....মোর মেঘের সঙ্গী।
৭. কোকিলের ডাক।
৮. ....জঙ্গল।
১০. বৃষ্টি হলে প্রয়োজন।

পাশাপাশি

১. নদী যার মায়ের মতন।
৪. ধান ও .... আমাদের প্রধান খাদ্য।
৬. "মামাবাড়ি ভারি.......,কিল চড় নাই।"
৭. মন্দ লোক।
৮. অনেক।
৯. শ্রুত.............।
১১. ....না জানলে জলে নামা উচিত নয়।

শব্দছকের উত্তর :

উপর-নীচ : ১. নরম বালিশ, ২. মাছ, ৩. কাগজ, ৫. মন, ৭. কুহু, ৮. বন, ১০. ছাতা

পাশাপাশি : ১.নদীমাতৃকা, ৪. গম, ৬. মজা, ৭. কুজন, ৮. বহু, ৯. লিখন, ১১. সাঁতার

নদী শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নদী নদী নদী
সোজা যেতিস যদি
সঙ্গে যেতুম তোর
আমি জীবনভর।

তা নয়, গেলি বেঁকে
সোজা সহজ পথের থেকে।
আমায় বাঁকতে করে মানা
পথে- ঘাটেরই দশজনায়।
ভালো তো নয় বাঁকা
সোজা সহজ পথের থেকে।

নদী নদী নদী
সোজা যেতিস যদি
সঙ্গে যেতুম তোর
আমি জীবনভর।।

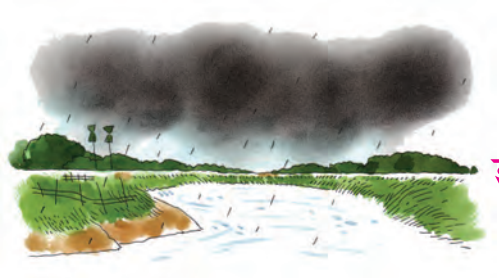

হাতে কলমে

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫) : বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য'। এছাড়াও 'ধর্মে আছি, জিরাফেও আছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'কুয়োতলা', 'অবনী বাড়ি আছো?' বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' পেয়েছেন।

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ নদীর কথা বললে প্রথমেই তোমার কোন নদীর নাম মনে আসে?

১.২ নদী থেকে আমরা কোন কোন জিনিস পাই?

১.৩ নদীতে চলে এমন কয়েকটি যানবাহনের নাম লেখো।

১.৪ নদীতে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি মাছের নাম লেখো।

১.৫ নদীর উপর সেতু তৈরি করা হয় কেন?

২. নীচে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নদীর নাম দেওয়া হলো। নদীগুলি কোথায় তা শিক্ষিকা / শিক্ষকের থেকে জেনে নিয়ে লেখো।

ভাগীরথী	তিস্তা	সুবর্ণরেখা	দামোদর	রূপনারায়ণ	রায়মঙ্গল	কংসাবতী
অজয়	ইছামতী	জলঢাকা	তোর্সা	গন্ধেশ্বরী	গোসাবা	চূর্ণি

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৩.১ কবিতায় কবির মনের ইচ্ছাটি কী?

৩.২ সেই ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি চলতে পারলেন না কেন?

৩.৩ নদী কীভাবে তার চলার পথে এগিয়ে চলে?

নদীর তীরে
একা

জীবন সর্দার

অনেক নদীর তীরে আমি একা একাই গিয়েছি। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর একটাই—প্রকৃতি-পড়ুয়া হব বলে। তবে নদীর তীরে গিয়ে বসে থাকিনি, শুধু ঢেউয়ের ওঠানামা দেখিনি, ওই নদী কেমন নদী, সেই খোঁজ নেওয়া ছিল আমার খেলা। ছিল কেন বলছি, এখনও আমি ফুরসত পেলে, একটা না একটা, নদীর তীরে যাই।

এবার বর্ষায় বৃষ্টি হয়েছে কম। কিন্তু শরতে পর পর কদিন ঝমঝম বৃষ্টি হতেই নদীরা রং পালটে নিল। আমার প্রিয় নদী তিনটিকে একটু ভরা ভরা দেখলাম। ইছামতীর তীরে বসার সুযোগ ছিল না, তাই পশ্চিমে দামোদরের তীরে, আমার প্রিয় ঘাট 'খাদিনানের' পথে পাড়ি দিলাম। ওই ঘাটে যাবার দুটি পথ। একটি বাঁধের উপর দিয়ে। হেঁটে। অন্যটি নৌকোয়। আমি হেঁটে যাওয়া ভালোবাসি আর সেটা হবে জলের কিনার ধরে।

কিন্তু সেদিন মহিষরেখা ঘাটে একটা ডিঙি পেয়ে গেলাম। সেই ডিঙির মাঝিকে আমি খুব চিনি। সে বলল 'এবার কী মনে করে? চৈত্র মাসেই তো এসেছিলেন।' 'তখন ছিল শুকনো কাল। দামোদরের তখন অন্য রূপ। তার তীর ধরে সবজি ফসল ছিল দেখার মতো। আর এখন জল-ভরা নদী দেখতে এসেছি', আমার উত্তর সোজা।

দামোদরের উপর বম্বে রোডের পুলের কাছে মহিষবাথান। আমার পক্ষে সেখানে পৌঁছে যাওয়া কঠিন নয়। তাই একই নদীকে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে দেখতে যাই। দেখে দেখে শিখি নদীর নানান রকম দশা।

ডিঙিতে বসে মাঝিকে বললাম 'মনু, নৌকো খুলতে হবে না। এসো বসি। দুজনে নদীর কথা বলি।' মনু আমার মুখোমুখি বসল। বললাম—'দামোদরে এখন জোয়ার ভাটা খেলে না? রূপনারান, ইছামতী—দুই নদীতে জল বাড়ে কমে। জোয়ার-ভাটা হয়।'

'ভাটা তো লেগেই আছে। উপরে বাঁধের জল ছাড়লেই হৈ হৈ করে জল নেমে আসে। নইলে ভাটায় ঢিলা থাকে। কিন্তু জোয়ারের জল কেরামতি দেখাতে পারে না।'

'কেন?'

'কেন আবার! নদীর মুখে গেট আছে না। ওই গেট দিয়ে গঙ্গার জল আসা যাওয়া ঠিক হয়।'

'ঠিক, তা দেখেছি আমি। কিন্তু তাতে অসুবিধা কী। চাষের কাজ, মাছ ধরার কাজ এসব তো কমতি হয় না।'

মনু চুপ করে আমার কথা শুনছিল। আমার নজরে পড়ল একটা সাদা কালো মাছরাঙা। ফটকা। চুপচাপ নদীর উপর ঝুঁকে থাকা একটা গাছের ডালে এসে বসল সেটা।

'মনু', আমি প্রশ্ন করলাম, 'নদীর ধারের পাখিদের দেখছি না তো! কোথায় গেল সব?'

'কী পাখি?' উলটো প্রশ্ন তার।

'শীতের সময় সময় খঞ্জন আসবে। এখন ওটার দেখা পাবে না। কাদাখোঁচা, সেগুলো হয়তো শীত পড়তে না পড়তেই হাজির হবে। কিন্তু বালিহাঁস এদিকে শীতেও দেখবে না।'

'কেন? আমি তো রূপনারানের চড়ায় কার্তিক মাসেই সরাল দেখেছি।'

‘সরাল হয়তো দেখতে পাবে এদিকে। আর কদিন পরেই। রাতের বেলা ঝাঁক বেঁধে যায়। কিন্তু চখা কিংবা বড়ো জাতের হাঁস চরে না গেলে দেখা যাবে না।’

মনুর অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি। আমিও দমবার পাত্র নই। বললাম, ‘এই বছরই দামোদরের চরে চখা দেখেছি।’ অবাক সে। বলল ‘কোথায়?’

‘দামোদরের চরে—ওই যে আসানসোল থেকে আদ্রা যাবার লাইনে দামোদরের উপর দামোদর ইস্টিশন সেখানে। নদী খুব চওড়া বটে, তবে জল নেই। তার চড়ায় চখা দেখেছি, কাদাখোঁচা দেখেছি। মেছো বক দেখেছি।’

মনু আমার কথা শুনে হেসে ফেলল।

‘এক নদীর অনেক রকম হয়। যেখানে যেমন মাটি তেমন তার দশা।’

আমাকে চমকে দিয়ে নৌকো খুলে দিল মনু। এবার তীরের গাছপালা, মাটির রং, এমনকি বছর বছর পলি জমে যে স্তর পড়েছে তার দেখা পাব। এখানে এই নদীর তীরে আটকে থাকা শামুক-গেঁড়ি-গুগলির খোলস দেখতে পাব। এবার ওপারের পাখির, প্রজাপতির চলাচল দেখতে পাব। এখন আর কথা নয়, শুধু এক মনে দেখা।

হাতে কলমে

১. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :

১.১ প্রকৃতি বলতে কী বোঝো?

১.২ প্রকৃতি যে উপাদান বা জিনিসগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে তার কয়েকটি নীচে দেওয়া হলো। কয়েকটি নিজে লেখো। একজন প্রকৃতি পড়ুয়া হিসেবে তুমি এর কোন কোন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে কী কী জেনেছ আর শিখেছ, তা লেখো :

উপাদান	কী কী জানি আর শিখি
গাছপালা বাতাস পাহাড়-পর্বত নদী খোলা মাঠ	

২. আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু আছে। প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নীচের বাক্স থেকে সেগুলি বেছে নিয়ে ঠিক ঋতুর পাশে বসাও :

গ্রীষ্ম	হেমন্ত
বর্ষা	শীত
শরৎ	বসন্ত

- এখন ঠান্ডা পড়তে আর অল্পই দেরি
- চাতকপাখি ডাকছে 'ফটিকজল'
- চারদিকের আবহাওয়া খুব মনোরম
- কদিন থেকে গুটিবসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়েছে
- গাছের সব পাতা ঝরে যাচ্ছে
- বাইরে ফুরফুরে দখিনা হাওয়া বইছে
- ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো
- সাদা সাদা কাশ ফুলে মাঠ ভরে গেছে
- পথে-ঘাটে খুব কাদা জমেছে
- আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখা যাচ্ছে
- নদী-নালার জল শুকিয়ে গেছে
- আজ সোয়েটার গায়ে দিতেই হবে

৩. **বাক্য রচনা করো:**

হাজির _____।

চওড়া _____।

নৌকো _____।

রং _____।

প্রজাপতি _____।

৪. তোমরা যে গদ্যটি পাঠ করলে, তাতে কিছু নদী এবং পাখির নাম পেয়েছ। সেগুলো খুঁজে বের করে নীচের তালিকায় লেখো:

নদী	পাখি

৫. তুমি প্রকৃতির কোলে পুরো একটা দিন কাটানোর সুযোগ পেলে কোন জায়গাটি বেছে নেবে? তোমার পছন্দের জায়গার পাশে (✓) দাও:

গভীর জঙ্গল ☐ নদীর ধার ☐ ফুল-ফলের বাগান ☐ পাহাড়ের কোল ☐

- সেখানে সারাদিন কীভাবে কাটাবে ছয়টি বাক্যে লেখো:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

শব্দার্থ : প্রকৃতি— আমাদের চারপাশের গাছপালা, মাটি, পশুপাখি, পাহাড়, নদী সব কিছুকে একসঙ্গে বলে পরিবেশ বা প্রকৃতি। **প্রকৃতি পড়ুয়া**— প্রকৃতিকে চিনতে, বুঝতে, জানতে ও আপন করে নিতে ভালোবাসে যারা। **জোয়ার- ভাটা**— নদীর জল চাঁদের অবস্থানের জন্য বেড়ে গেলে হয় জোয়ার আর কমলে হয় ভাটা। **সরাল**— বকের মতো এক ধরনের পাখি। **ডিঙি** — ছোটো নৌকো।

৬. ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসাও:

৬.১ নৌকোয় বসে দেখি মাঠে গরু _____আর ছেলেরা _____গাছে। (চরছে/চড়ছে)

৬.২ প্রতিদিন_____করে নদীর ধারে যাই জোয়ারের জল_____ দেখব বলে। (আসা/আশা)

৬.৩ আমিও দমবার পাত্র_____, মনুও_____। (নয়/নই)

৬.৪ বহুদিন পরে_____য় ফিরে_____ জুড়িয়ে গেল। (গাঁ/গা)

৬.৫ কোনো _____ না মেনে _____পাখিটিকে উড়িয়ে দিয়েছি। (বাঁধা/বাধা)

৬.৬ _____র চুড়ির আওয়াজ_____গেল। (শোনা/সোনা)

৭. একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

সেতু, ছোটো নৌকো, বদলে, কূল, নির্মোক।

৮. নীচের বাক্যগুলি থেকে কাজ, ব্যক্তি, বস্তু, গুণ আলাদা করে লেখো :

৮.১ যেখানে যেমন মাটি তেমন তার দশা।

৮.২ আমি ফুরসত পেলে, একটা না একটা নদীর তীরে যাই।

৮.৩ সেগুলো হয়তো শীত পড়তে না পড়তেই হাজির হবে।

৮.৪ তার চড়ায় চখা দেখেছি, কাদাখোঁচা দেখেছি।

৮.৫ দামোদরে এখন জোয়ার-ভাটা খেলে না।

জীবন সর্দার (জন্ম ১৯৩৫) : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন সর্দার ছদ্মনামে লেখেন। ছাত্রজীবন থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নদী-নালা, পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির পাঠ নিতে থাকেন এবং একই সঙ্গে শুরু করেন ছোটোদের জন্য লেখালিখি। সত্যজিৎ রায়ের ডাকে জীবন সর্দার ছদ্মনামে 'সন্দেশ' পত্রিকায় শুরু করেন ধারাবাহিক 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'পাখি সব', 'পাখির কাহিনী', 'প্রাণী ও প্রকৃতি' এবং 'প্রকৃতির আঙিনায়'। পেয়েছেন রাজ্য সরকারের 'গোপাল ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার'।

৯. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :**

নৌকো, সরাল, ইস্টিশন, প্রজাপতি, চৈত্র।

১০. **এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

দা খোঁ কা চা, সা কা দা লো, ষ থা ম বা ন হি, ঠা না ও মা, রা তি কে ম।

১১. **বাক্য বাড়াও :**

১১.১ সেই খোঁজ নেওয়া ছিল আমার খেলা। (কীসের খোঁজ?)

১১.২ দুজনে নদীর কথা বলি। (কোন কোন নদী?)

১১.৩ খঞ্জন আসবে। (কখন?)

১১.৪ চরে না গেলে দেখা যাবে না। (কী?)

১১.৫ চলাচল দেখতে পাব। (কাদের?)

১২. **বাক্য সাজিয়ে লেখো :**

১২.১ সেই মাঝির ডিঙি খুব চিনি আমি ভালো ।

১২.২ সাদাকালো নজরে আমার একটা মাছরাঙা পড়ল।

১২.৩ আমার সেখানে কঠিন নয় পক্ষে পৌঁছে যাওয়া।

১২.৪ প্রজাপতির পাব দেখতে চলাচল।

১২.৫ জল নেই তবে, খুব চওড়া নদীতে বটে।

১৩. **দু-এক কথায় উত্তর দাও :**

১৩.১ লেখকের প্রিয় তিনটি নদী কী কী ?

১৩.২ এখানে তাঁর প্রিয় ঘাটের কথাও রয়েছে। ঘাটটির নাম কী ?

১৩.৩ লেখক কার নৌকোয় উঠলেন?

১৩.৪ জোয়ার-ভাটা বলতে কী বোঝো?

১৩.৫ লেখক কেন দামোদরের তীরে এসেছেন?

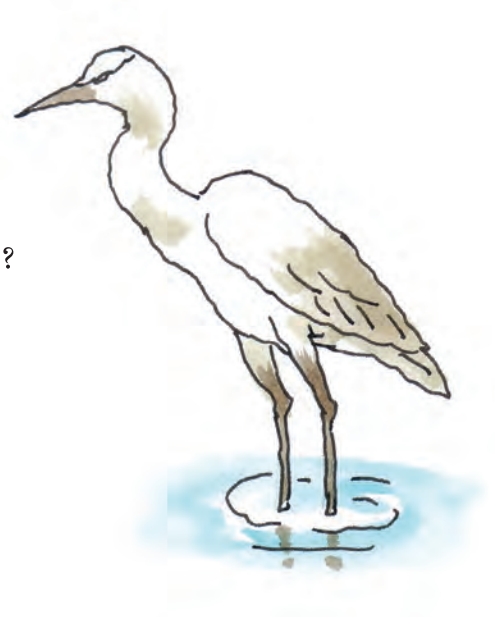

নৌকাযাত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধু মাঝির ওই যে নৌকাখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে—
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো,
বোঝাই-করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা—
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে,
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

তখন তুমি কেঁদো না মা, যেন
বসে বসে একলা ঘরের কোণে।
আমি তো মা, যাচ্ছি নাকো চলে
রামের মতো চোদ্দো বছর বনে।
আমি যাব রাজপুত্রু হয়ে
নৌকা-ভরা সোনা মানিক বয়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
আমরা শুধু যাব মা, তিন জনে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

ভোরের বেলা দেব নৌকা ছেড়ে,
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে।
দুপুরবেলা তুমি পুকুর-ঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিরপূর্ণির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে—
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

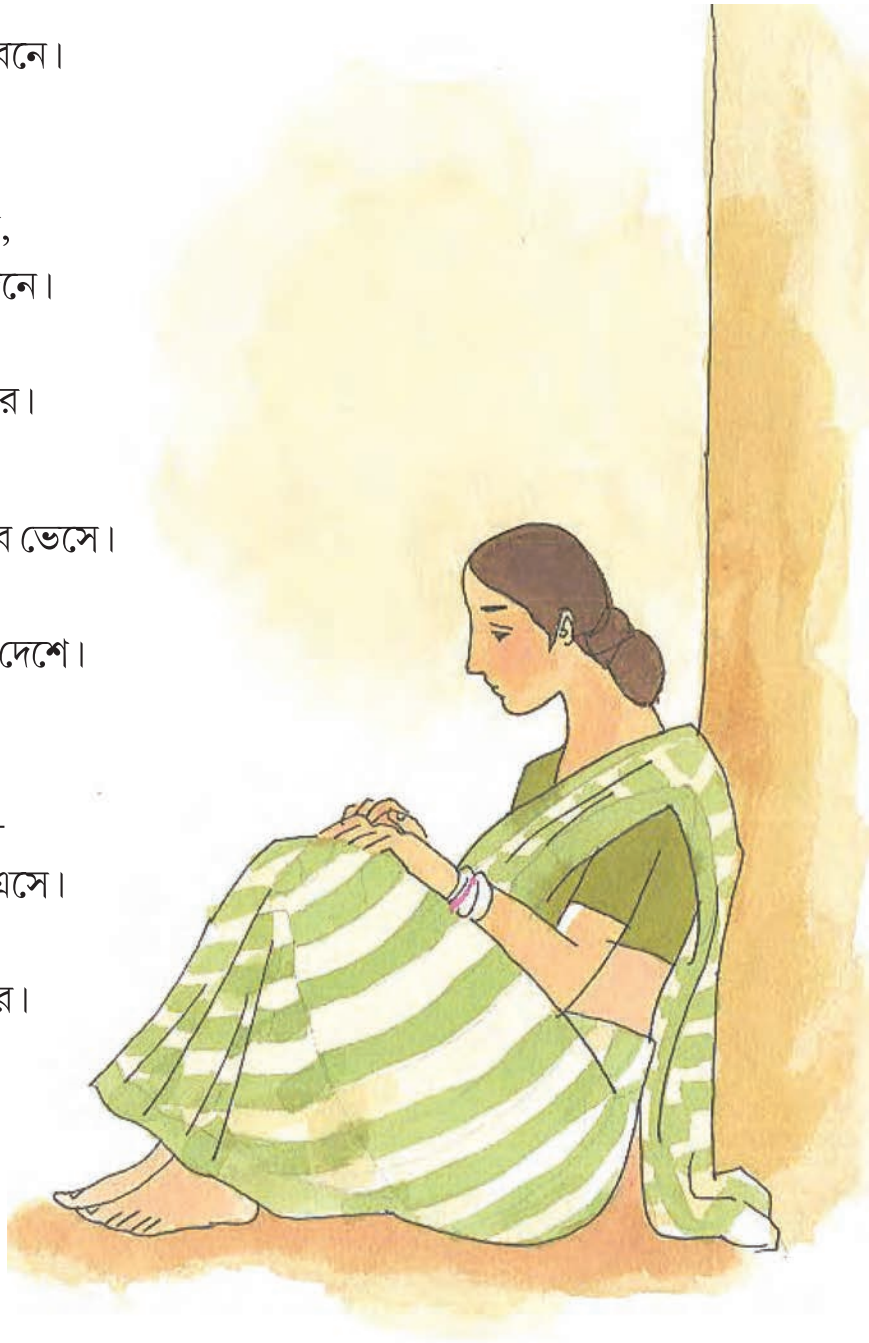

হাতে কলমে

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ ‘নৌকাযাত্রা’ কবিতাটি কার লেখা?

১.২ কবিতাটি তাঁর কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে?

১.৩ নৌকাটি কোথায় বাঁধা আছে?

১.৪ নৌকাটিতে কী রয়েছে?

১.৫ কবিতার শিশুটি ওই নৌকা পেলে কটি পাল ও দাঁড় জুড়ে নেবে?

১.৪ পাল ও দাঁড় নৌকায় কী কী কাজে লাগে?

১.৭ হাট বলতে কী বোঝো?

১.৮ শিশুটি কার নৌকা পেতে চায়?

১.৯ সে নৌকা করে কোথায় যাবে?

১.১০ সে সঙ্গে কাকে কাকে নেবে?

১.১১ সে তার মাকে কাঁদতে বারণ করেছে কেন?

১.১২ রামকে বনবাসে যেতে হয়েছিল কেন?

১.১৩ রামচন্দ্রের কাহিনি কোন বই পড়লে জানা যায়?

১.১৪ রাজপুত্র, সোনা মানিকের কথা কোন ধরনের বইয়ে থাকে?

১.১৫ শিশুটি কী কী নিয়ে যাবে?

১.১৬ সে কখন নৌকা ছেড়ে দেবে?

১.১৭ দুপুরবেলা তার মা কোথায় থাকবেন?

১.১৮ তখন সে কোথায় থাকবে?

১.১৯ কোন কোন জায়গা পেরিয়ে শিশুটি যাবে?

১.২০ সে কখন ফিরে আসবে?

১.২১ নতুন জায়গা ঘুরে আসার গল্প তার মাকে কীভাবে শোনাবে সে ?

২. **বাক্য রচনা করো:** বাঁধা, নৌকা, সমুদ্র, গল্প, মাঝি।

৩. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** রাজপুত্র, তেপান্তর, রাজগঞ্জ, দুপুরবেলা, পুকুর-ঘাট।

৪. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো:** বাঁধা, বোঝাই, মিথ্যে, সন্ধে, দেশে।

৫. **অর্থ লেখো:** দাঁড়, পাল, কোণে, মানিক, পার।

৬. **সমার্থক শব্দ লেখো:** সোনা, নৌকা, নদী, সমুদ্র, মাঠ।

৭. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

ত্রু পু জ রা, র লা দু বে পু, টি র এ বা ক, পা তে র ন্ত, জ রা ঞ্জ গ।

৮. **শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও:**

বাধা	ছ'টা	কোণে	দেশ	পার
বাঁধা	ছটা	কনে	দ্বেষ	পাড়

৯. 'পাটে' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করে দুটি আলাদা বাক্য রচনা করো।

১০. **মুখে বললে কথাগুলি কীভাবে বলবে ?**

১০.১ আমি কেবল যাব একটি বার

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার। .....

১০.২ তখন তুমি কেঁদো না মা, যেন

বসে বসে একলা ঘরের কোণে। .....

১০.৩ ভোরের বেলা দেব নৌকা ছেড়ে,

দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে .....

১১. **ঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও :**

১১.১ নৌকার মালিকের নাম (আশু / মধু / শ্যাম)।

১১.২ কবিতার শিশুটি যাবে (নৌকায়/বজরায়/জাহাজে) চড়ে।

১১.৩ তার সঙ্গে যাবে (মাঝি/বন্ধু/মা)।

১১.৪ সে যাবে (একদিনের/তিনমাসের/চোদ্দো বছরের) জন্য।

১১.৫ সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে (তেপান্তরের মাঠ/তিরপূর্ণির ঘাট/ নতুন রাজার দেশ) আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথা ও কাহিনী, সহজপাঠ, রাজর্ষি, ছেলেবেলা, শিশু, শিশু ভোলানাথ, হাস্যকৌতুক, ডাকঘর, গল্পগুচ্ছ*-সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু- কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings'-এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। পাঠ্যাংশটি তাঁর *শিশু* নামক বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

১২. নীচের বাক্যগুলির ভাব বোঝাতে কবিতায় কীভাবে লেখা হয়েছে পাশে পাশে লেখো।

১২.১ মধু মাঝির নৌকাখানি দূরে রয়েছে। .....।

১২.২ শিশুটি হাটে ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করবে না। .....।

১২.৩ শিশুটির ভয়, তার মায়ের মন খারাপ হতে পারে। .....।

১২.৪ শিশুটি কিন্তু একা যাবে না। .....।

১২.৫ সেদিনই তারা সন্ধ্যার পরে ফিরে আসবে। .....।

১৩. ঘটনার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো:

১৩.১ শিশুটির মনে সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যাওয়ার সাধ জাগে।

১৩.২ নৌকাটি পেলে সে তাতে একশোটা দাঁড় এঁটে, চারটে পাঁচটা ছটা পাল তুলে দেবে।

১৩.৩ ফিরে এসে সে তার মাকে গল্প শোনাবে।

১৩.৪ মধুমাঝির নৌকাখানি পাটে বোঝাই হয়ে রাজগঞ্জের ঘাটে বাঁধা আছে।

১৩.৫ ভোরের বেলা সে তার নৌকা ছেড়ে দেবে।

১৪. বাক্য বাড়াও:

১৪.১ মধু মাঝির নৌকা। (কেমন নৌকা?)

১৪.২ পাল তুলে দিই। (কীসে? কটা?)

১৪.৩ আমি যাব। (কোথায়? কীভাবে?)

১৪.৪ ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে। (কোথা থেকে?)

১৪.৫ গল্প বলব। (কীসের গল্প?)

১৫. কবিতার শিশুটিকে মধু মাঝির নৌকাটি দেওয়া হলে সে কী করবে তা কবিতাটি পড়ে তোমার নিজের ভাষায় আট-দশটি বাক্যে লেখো।

১৬. বন্ধুদের সঙ্গে তোমার হয়তো কোথাও একদিনের জন্য বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে। সেকথা তুমি তোমার অভিভাবক/অভিভাবিকাকে কীভাবে জানাবে, তা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

ঢেউয়ের তালে তালে

পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

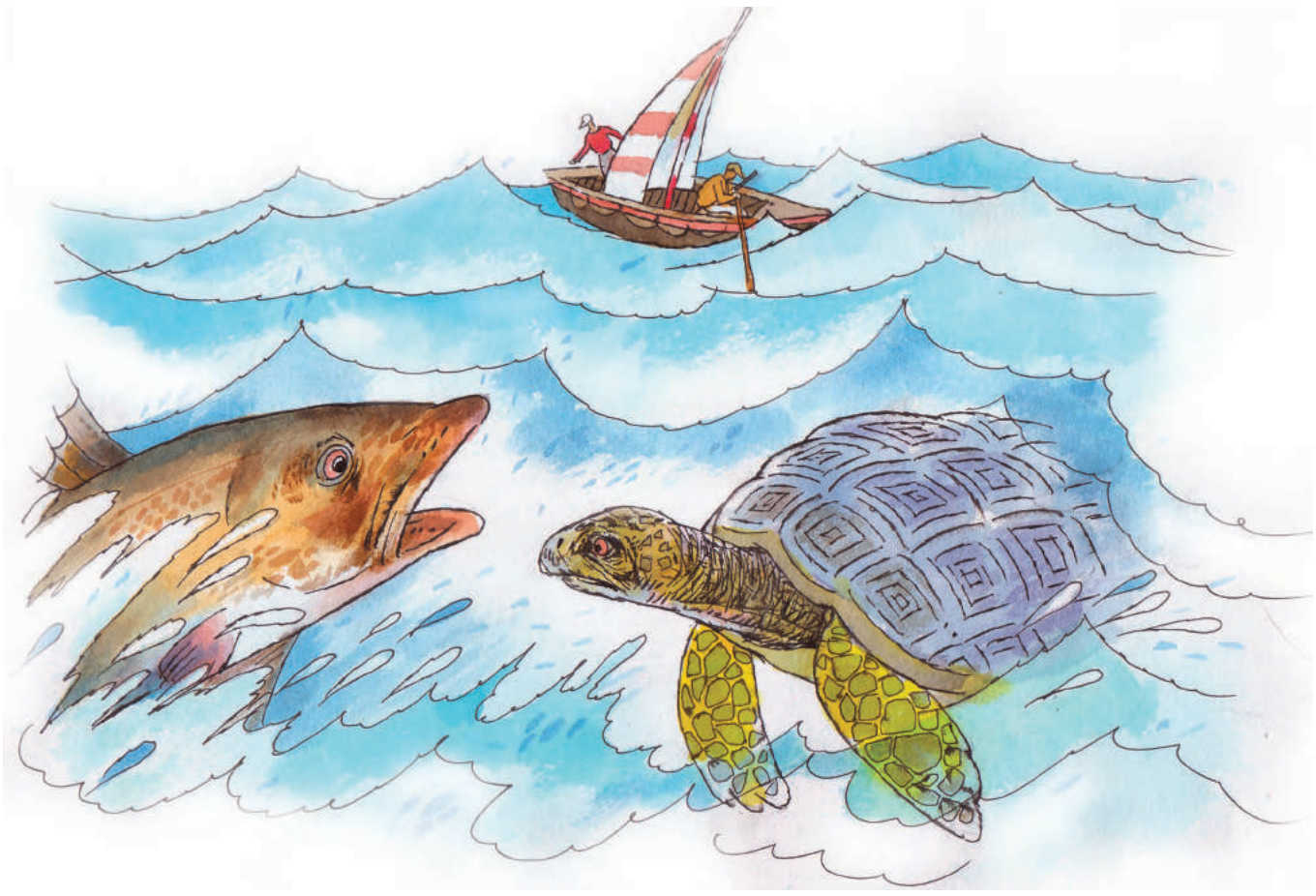

জল কেটে এগিয়ে চলছে আংরে। চারধারে পাহাড়ের মতন ঢেউ। ডিউক বলল, 'আমরা আস্তে আস্তে ভারত মহাসাগরের দিকে এগিয়ে চলেছি।'

আজ সকাল থেকে একটা বিরাট কচ্ছপ চলেছে আমাদের পেছনে পেছনে। সমুদ্রের আর একজনের সঙ্গেও বেশ ভাব জমে উঠেছিল, কিন্তু ব্যস্ত থাকায় তাকে বিশেষ সময় দিতে পারিনি আমরা। আজ দুজনের মন খারাপ, কারণ সে আর আসছে না। সে হল আমাদের ছোট্ট পাখিটা। আবার সেক্সটান্ট নিয়ে বসেছে ডিউক। আমি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি জানতে, 'না কোনো ভয় নেই আর, আমরা পার হয়ে চলেছি পথ'। এদিকে পথ ঠিক করার, আমাদের অবস্থা জানার উত্তেজনায় আমি সমুদ্রের জলে চা বানিয়েছি। বমি হয় আর কি। খটকা লাগছে অকারণেই, ডিউক ঠিক তো? ওর সেক্সটান্টে ভুল নেই তো? নাঃ, ওর কোন ভুল নেই। ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছে এতদিন ধরে বারবার বিপর্যস্ত হবার পর আজ ঠিক পথ পেয়েছি। মনের আবেগ আর কাকে জানাব—অকারণে গলা ছেড়ে গান গাইছি, জানি না আগে পালের শুশুকগুলো তাইতেই পালাল কিনা। ডিউক বলে উঠল, 'এসো, আজকের দিনটায় একটা কিছু করি।' কী করা যায়। রসগোল্লা খাওয়া যাক। টিনে ভরা রসগোল্লা খেতে খেতে নৌকার দুপাশে দুজনেই হেলান দিয়ে বসে আছি। চারধারে শুধু জল আর জল। টিন শেষ হয়ে গেলে যখন ছুঁড়ে ফেলে দিলাম তখন দু-এক ফোঁটা রস গায়ে এসে পড়ল, তাড়াতাড়ি পিঁপড়ে উঠবে ভেবে সমুদ্রের জল দিয়ে ধুচ্ছি, দেখি ডিউক হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। সে মনে করিয়ে দিল পিঁপড়েকে এখানে আসতে হলে প্রায় ২০০ মাইল সাঁতরে আসতে হবে।...

...দুপুরে পেট ভরে খেয়ে খুব দাঁড় টানা হয়েছে। এখন আংরে হু-হু করে অনুকূল স্রোতে এগিয়ে চলেছে আন্দামানের পথে। দাঁড় থামালেও স্রোতের টানে আমরা ভেসে চলেছি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।...

...ঘুম ভেঙেই মনে পড়ল আজ আমি রান্না করব। কথাটা ভেবেই বেশ খারাপ লাগছে। এই একটা অসহ্য ব্যাপার। আমাদের অবস্থান বার করা হলো, বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলেছি। এখন নৌকার যা অগোছালো অবস্থা কোথায় যে কী আছে আর মনে নেই। একটা জমানো দুধের

টিন খুঁজতেই আধ ঘণ্টা লাগল। ঢেউয়ের তালে এগোনোর পথে আর একটা কচ্ছপের সঙ্গে দেখা। ধীরে সুস্থে সাঁতরে চলেছে পিছনে পিছনে। ভয় শুধু আর একটু বন্ধুত্ব পাতাতে ও যদি জালটা মুখে করে কামড়ে ধরে...। তাহলেই কেলেঙ্কারি। হাতের কাছে একটা টর্চের ব্যাটারি ছিল। তাক করে সজোরে ছুঁড়ে মারলাম। ডিউক হো হো করে হেসে উঠল আর কচ্ছপটা আদর করলাম ভেবে এগিয়ে এল, আংরেতে ওঠে আর কি!

সত্যি আংরের চারধারে যেন এখন চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেছে। নানা রঙের মাছেরাই এখানকার সবচেয়ে বড়ো দর্শনীয় বস্তু। আজকে ঠিক করা হলো ধরা হবে, দুপুরের দিকে কিন্তু আমরা বুদ্ধু বনে গেছি। তখনও আমি লড়ে যাচ্ছি ধরব বলে, অন্তত একটাকে। হঠাৎ আওয়াজ করে ডিউক ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। আমার মাছ ধরা বন্ধ হলো। চারদিকে লক্ষ রাখতে বসলাম। তারপর আমিও স্নান করেছি, শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। আমরা আস্তে আস্তে অসাবধানি হয়ে উঠছি। ঠিক হলো হাঙর তাড়াবার কালি জলের চারধারে ছড়ানো হবে। ছড়ানোও হলো। দুপুরের দিকে একটু ঢুলুনি এসেছে সবে, ডিউকের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে উঠে দেখি এক সাংঘাতিক কাণ্ড, বিরাট বড়ো একটা মাছ আর কচ্ছপের লড়াই চলেছে তখন। তাড়াতাড়ি আংরেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

হাতে কলমে

শব্দার্থ : ভাব — সখ্য। উত্তেজনা — অস্থিরতা। খটকা — খুঁতখুঁতে ভাব। অকারণে — কোনো কারণ ছাড়াই। হেলান — ঠেস। দর্শনীয় — দেখার মতো জিনিস।

অভিযান প্রসঙ্গে : ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অ্যালবার্ট জর্জ ডিউক-এর সঙ্গে 'কনৌজি আংরে' নামক একটি ডিঙিনৌকায় কলকাতা থেকে আন্দামান যাত্রা করেন। ৩৩ দিন পর ৫ মার্চ তিনি সেখানে পৌঁছান। এই দুঃসাহসিক সমুদ্র যাত্রার জন্য তিনি বাঙালি তথা ভারতবাসীর কাছে চিরস্মরণীয়।

সেক্সটান্ট : যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের কৌণিক উচ্চতা মাপা হয়, তার নাম সেক্সটান্ট। অভিযাত্রীদের কাছে দিকনির্ণয়ের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র।

১. এক কথায় উত্তর দাও :

১.১ অভিযানে লেখকের সঙ্গীর নাম কী?

১.২ অভিযানের নৌকোটির নাম কী?

১.৩ নৌকোটি কোন মহাসাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল?

১.৪ লেখকের অভিযানের গন্তব্যস্থল কোথায় ছিল?

১.৫ ডিউক হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল কেন?

১.৬ দুপুরবেলা মাছের সঙ্গে কার লড়াই চলছিল?

১.৭ আংরের চারধারে যে চিড়িয়াখানা তৈরি হয়েছিল তাতে কারা ছিল সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু?

পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৬-১৯৮৩) : প্রখ্যাত সাঁতারু। দুঃসাহসিক নৌ-অভিযাত্রী। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিলেন। 'এক্সপ্লোরার্স ক্লাব'-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নিপুণ ক্রীড়াবিদ। পরপর দুবছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু'। 'ঢেউয়ের তালে তালে' পাঠ্যাংশটি তাঁর 'আন্দামান অভিযান' বই থেকে নেওয়া।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

২.১ জল কেটে এগিয়ে চলছে _____।

২.২ আজ সকাল থেকে একটা _____ চলেছে আমাদের পেছনে পেছনে।

২.৩ আবার _____ নিয়ে বসেছে ডিউক।

২.৪ _____ খাওয়া যাক।

২.৫ পিঁপড়েকে এখানে আসতে হলে প্রায় _____ মাইল সাঁতরে আসতে হবে।

২.৬ হঠাৎ আওয়াজ করে _____ ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে।

৩. **টীকা লেখো :**

সেক্সটান্ট, কনৌজি আংরে, চিড়িয়াখানা, রসগোল্লা, অভিযান।

৪. **বাক্য তৈরি করো :**

সমুদ্র, কচ্ছপ, নৌকো, পিঁপড়ে, সাঁতার, ঘুড়ি।

৫. **বিপরীতার্থক শব্দটি লেখো :**

বিরাট, পেছনে, বন্ধ, ঠিক, দিন।

৬. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :**

৬.১ মনে করো, নৌকো চেপে তুমি কোথাও বেড়াতে গেছ — যাওয়ার সময় যা যা দেখতে পাবে, তা লেখো।

৬.২ ভারতবর্ষের মানচিত্রে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, কলকাতা, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর —এদের অবস্থান শিক্ষিকা / শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে দেখে জেনে নাও।

৬.৩ অভিযান কাকে বলে? শিক্ষিকা / শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে যে কোনো একটি পর্বতশৃঙ্গে অভিযান বা একটি মহাকাশ অভিযানের গল্প জেনে নিয়ে, সে সম্পর্কে চার-পাঁচটি বাক্য লেখো।

৬.৪ পাঁচটি সামুদ্রিক প্রাণীর নাম লেখো।

প র্য ট ন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মাথায় মস্ত পাগড়ি এঁটে,
গজিয়ে দাড়ি, গুম্ফ ছেঁটে
কেষ্টবাবু, কোথায় যান?

বাদকশান্, বাদকশান্!

কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে
সিংহসম লম্ফ দিয়ে
বিষ্টুবাবু, যান কোথায়?

মোম্বাসায়, মোম্বাসায়!

উড়িয়ে ধুলো মহেশ দাস
ভরদুপুরে কোথায় যাস?
হঠাৎ কোথায় চললি রে?

সান্টা ফে, সান্টা ফে!

সবাই এখন ছাড়ছে ঘর,
কেষ্ট বিষ্টু মহেশ্বর।
ব্যাপার দেখে হচ্ছে শখ

আমিও হব পর্যটক!

কিন্তু আমি কোথায় যাই,
একটি বিনে টঙ্কা নাই।
তাই নিয়ে যাই কোথায় আর?

শ্যামবাজার, শ্যামবাজার।

হাতে কলমে

বাদকশান্ : উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্ব তাজাকিস্তানের অংশ জুড়ে অবস্থিত। সংগীতের জন্য বিখ্যাত। তাজিক, উজবেক ও কিরঘিজ জাতির মানুষেরা এখানে থাকেন।

মোম্বাসা : ভারত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়া দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর-শহর। এখানে বেড়ানোর জন্য বিভিন্ন দেশের পর্যটকেরা আসেন।

সান্টা ফে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো প্রদেশের রাজধানী শহর। স্প্যানিশ ভাষায় সান্টা ফে নামটির অর্থ 'পবিত্র বিশ্বাস'। এটি পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের জায়গা।

শ্যামবাজার : উত্তর কলকাতার একটি প্রাণচঞ্চল আর বনেদি পাড়া। আগে এই অঞ্চলটির নাম ছিল সুতানুটি।

১. এককথায় উত্তর দাও :

১.১ পর্যটন করেন যিনি তাঁকে কী বলা হয়?

১.২ 'ভ্রমণ' শব্দটির অর্থ লেখো।

১.৩ বাদাকশান্, মোম্বাসা, সান্টা ফে, শ্যামবাজার— এই জায়গাগুলো কোথায়?

১.৪ কেষ্ট, বিষ্টু, মহেশ্বর নামগুলো কবিতাটিতে কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে?

১.৫ কবিতায় লোকটির মনে বেড়ানোর 'শখ' জাগল কেন?

১.৬ যাঁরা পর্যটনে বেরিয়েছেন, তাঁদের হাবভাব, সাজপোশাক, চলাফেরা কীভাবে কবিতাটিতে ধরা পড়েছে?

১.৭ সাধারণত মানুষজন কখন বেড়াতে বেরোন?

১.৮ মানুষের বেড়ানোর ইচ্ছে হয় কেন?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম ১৯২৪) : প্রখ্যাত কবি ও সম্পাদক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই 'অন্ধকার বারান্দা', 'নক্ষত্রজয়ের জন্য', 'কলকাতার যীশু', 'উলঙ্গ রাজা' প্রভৃতি। 'কবিতার ক্লাস' নামক কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধের বই লিখেছেন। প্রধানত প্রকৃতি ও সমকালীন জীবনের ছোটো ছোটো ঘটনা নিয়েই তাঁর কবিতার জগৎ। ২০১৬ সালে পেয়েছেন 'রবীন্দ্র পুরস্কার'।

প্রচলিত গল্প

গাছেরা কেন চলাফেরা করে না

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা। একসময় পৃথিবীতে গাছেরাও চলাফেরা করতে পারত। শেকড়বাকড় মাটির নীচে চালাচালি করে দিব্যি তারা ঘুরে বেড়াত।

তখন পৃথিবী ছিল অনেক সবুজ, অনেক সুন্দর। সে সময় গাছ ও মানুষ ছিল দুজনের বন্ধু। তারা একে অপরের উপকারী সাথি বলেই মনে করত।

কোনো যানবাহন ছিল না। মানুষকে হেঁটে হেঁটেই দূর-দূরান্তরে যেতে হতো। হাত-বাক্সো নিয়ে যাওয়া ছিল এক কঠিন ব্যাপার। গাছেরাই তখন সে-দায়িত্ব পালন করত। তাদের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিত চারদিকে। মানুষ তাদের পোশাক-আশাক বাক্সো-প্যাঁটরা, থলি সেখানে ঝুলিয়ে রাখত।

এমনকি মানুষ চাইলে তার জিনিস তার গ্রামে পৌঁছে দেবার কাজও করত এই সব উপকারী গাছেরা। ঠিকমতো গাছেদের ডালে জিনিস রেখে তাদের নির্দেশ দিলেই গাছ হেঁটে গিয়ে সেই জিনিসপত্র ঠিক ঠিক লোকের বাড়িতে পৌঁছে দিত।

এমনকি বুড়ো লোকের উপকারেও আসত গাছেরা। তার জন্য বুড়ো লোককে গাছের ডালে চড়তে হতো। তারপর গাছেরাই তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিত। এমনকি সে যেখানে যেতে চায় সেখানেও তাকে পৌঁছে দিত। কী সুন্দর ছিল সে সব দিন!

এমন আশ্চর্য ভ্রমণ কে আর কবে দেখেছে? তোমরাও দেখোনি।

একবার একদল লোক জঙ্গলে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর প্রত্যেকেই ভীষণ ক্লান্ত। চলবার শক্তিটুকু আর নেই। তখনই ঠিক করল কাঁধে রাখা বোঝার ওজন কমাতে গাছের ডালে জিনিসপত্র রেখে দেবে। সেই মতো তাদের ভারী জিনিসপত্র তারা গাছের বিভিন্ন ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেরা হেঁটে চলল। কিন্তু এত ওজন গাছের ডাল সহ্য করতে পারল না। ডালগুলি সব কাত হয়ে ঝুঁকে পড়ল নীচে। মানুষেরা তা দেখে সহানুভূতি দূরে থাক, হো হো করে হেসে উঠল। এর আগে তারা কোনোদিন গাছকে এমন অসহায় অবস্থায় দেখেনি। করুণার বদলে তাদের মুখে কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল। এমনকি সকলে মিলে আনন্দে হাততালি দিল। এমন উপহাস গাছেদের সহ্য হলো না। তারা অপমানিত বোধ করল। তখনই ঠিক করল, অনেক হয়েছে, আর তারা চলাফেরা করবে না।

তারপর থেকে ভ্রমণের সময় মানুষের জিনিসপত্র ভারী হলেও মানুষকেই বইতে হয়। গাছ আর চলাফেরা করে না বলেই মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করে না। তবু গাছেরা আজও কত উপকারী। ফুল, ফল মানুষকে উপহার দেয়। মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন জোগান দেয় নিয়মিত। মানুষকে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচায়। নদীর পাড়ে ভাঙন থেকে মানুষকে বাঁচায়। গাছগাছালি দিয়ে কত ওষুধ তৈরি হয়। কত পাখি গাছে বাসা বাঁধে।

গাছেদের দুঃখ একটাই, তারা এখন আর চলাফেরা করে না। কেন চলাফেরা করে না, আশা করি, তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

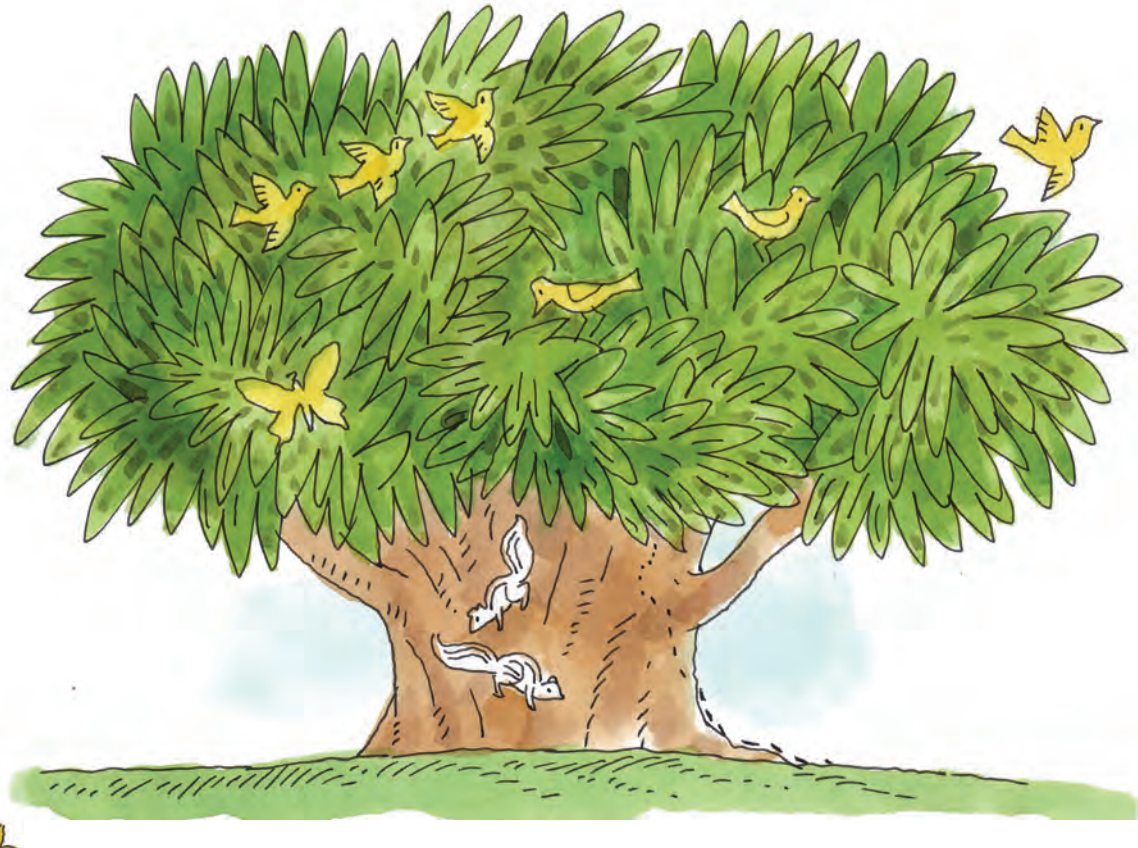

হাতে কলমে

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ কোন সময়ের কথা গল্পটিতে বলা হয়েছে?
১.২ একসময়ে গাছেরা কীভাবে চলাফেরা করত?
১.৩ তখন পৃথিবী কেমন ছিল?
১.৪ মানুষ আর গাছের সম্পর্ক তখন কেমন ছিল?
১.৫ মানুষ কীভাবে তখন যাতায়াত করত?
১.৬ গাছেরা তখন কোন দায়িত্ব পালন করত?
১.৭ মানুষ গাছের শাখাপ্রশাখায় কী কী ঝুলিয়ে রাখত?
১.৮ গাছেরা কীভাবে বুড়ো লোকেদের উপকারে আসত?
১.৯ জঙ্গল থেকে ফেরার পথে একদল লোক কী করল?
১.১০ ডালগুলো কাত হয়ে নীচে ঝুঁকে পড়ল কেন?
১.১১ ডালগুলো ঝুঁকে পড়তে দেখে মানুষেরা কী করল?
১.১২ গাছেরা অপমানিত বোধ করল কেন?
১.১৩ তখন তারা কী ঠিক করল?
১.১৪ তারপর থেকে কী হয়?
১.১৫ গাছেরা আজও মানুষের কী কী উপকার করে?

শব্দার্থ : পৃথিবী—দুনিয়া, জগৎ। চলাফেরা—হাঁটা-চলা, যাতায়াত। শেকড়বাকড়—গাছের মূল। উপকারী—যে উপকার করে, যে ভালো করে। সাথি— সঙ্গী, বন্ধু। দূর-দূরান্তরে—অনেক দূরে। পালন করা—মেনে চলা। শাখাপ্রশাখা—ডালপালা। পোশাক-আশাক—কাপড়-চোপড়। বাক্সো-প্যাঁটরা—নানারকম বাক্সো। থলি—থলে, ঝোলা। নিরাপদ—যেখানে বিপদ-আপদ নেই। স্থান—জায়গা। আশ্চর্য—আজব, অবাক করার মতো। ভ্রমণ— ঘুরে বেড়ানো। ক্লান্ত—শ্রান্ত, অবসন্ন। করুণা—দয়া-মায়া। কুৎসিত—বিশ্রী, কদর্য। হাততালি—করতালি, হাতে হাতে মেরে আনন্দসূচক আওয়াজ। অপমানিত—যাকে অপমান করা হয়েছে, অসম্মানিত। সহযোগিতা—সাহায্য। শ্বাসপ্রশ্বাস—শ্বাস নেওয়া আর ছাড়া। অক্সিজেন—শ্বাসবায়ু। পাড়—নদীর তীর। গাছগাছালি—নানারকম গাছ।

২. **বন্ধনীর থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :**

২.১ (শেকড় বাকড় / শাখাপ্রশাখা) মাটির নীচে চালাচালি করে দিব্যি তারা ঘুরে বেড়াত।

২.২ মানুষকে (ট্রেনে বাসে / হেঁটে হেঁটেই) দূর-দূরান্তরে যেতে হতো।

২.৩ একবার একদল লোক (জঙ্গলে / বন্দরে) গিয়েছিল।

২.৪ সকলে মিলে (দুঃখে / আনন্দে) হাততালি দিল।

৩. **বাক্য বাড়াও :**

৩.১ মানুষকে হেঁটে হেঁটেই যেতে হতো। (কোথায়?)

৩.২ মানুষ গাছের শাখাপ্রশাখায় ঝুলিয়ে রাখত। (কী?)

৩.৩ ফিরে আসার পর সকলেই ক্লান্ত। (কেমন?)

৩.৪ ডালগুলি সব কাত হয়ে ঝুঁকে পড়ল নীচে। (কেন?)

৩.৫ মানুষের জিনিসপত্র ভারী হলেও মানুষকেই বইতে হয়। (কখন?)

৪. **নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো :**

গাছগাছালি, সহযোগিতা, অক্সিজেন, বাক্সো-প্যাঁটরা, ভ্রমণ।

৫. **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও :**

৫.১ একসময়ে পৃথিবীতে গাছেরাও চলাফেরা _____। (করতাম/করতে/করত)

৫.২ কোনো যানবাহন _____। (ছিল না/ছিলে না/ছিলাম না)

৫.৩ তোমরাও _____। (দেখিনি/দেখেনি/দেখোনি)

৫.৪ তারা অপমানিত বোধ _____। (করলে/করল/করলাম)

৫.৫ কত পাখি গাছে বাসা _____। (বাঁধে/বাঁধো/বাঁধি)

৬. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো:**

লি ডা ল গু, খা প্র শা শা খা, রী প উ কা, স জি প নি ত্র, লা রা ফে চ।

৭. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :**

নির্দেশ, ভাঙন, ভীষণ, দেখেনি, আনন্দ।

৮. নীচের ছবি অনুযায়ী পরে লেখা কথাগুলি মিলিয়ে লেখো :

৮.১ _____

৮.২ _____

৮.৩ _____

৮.৪ _____

৮.৫ _____

৮.৬ _____

- মানুষ তাদের পোশাক-আশাক, বাক্সো-প্যাঁটরা, থলি গাছের শাখা প্রশাখায় ঝোলাত।
- এমন উপহাস গাছেদের সহ্য হলো না। তারা অপমানিত বোধ করল।
- তারপর থেকে ভ্রমণের সময় মানুষের জিনিসপত্র ভারী হলেও মানুষকেই বইতে হয়।
- এত ওজন গাছের ডাল সহ্য করতে পারল না, ডালগুলি কাত হয়ে ঝুলে পড়ল নীচে।
- মানুষকে হেঁটে হেঁটেই দূর-দূরান্তরে যেতে হতো। কোনো যানবাহন ছিল না।
- একসময়ে পৃথিবীতে গাছেরাও চলাফেরা করতে পারত।

অঙ্কন : সুব্রত মাজী

৯. সূত্রগুলি ব্যবহার করে নীচের খেলাটি খেলো :

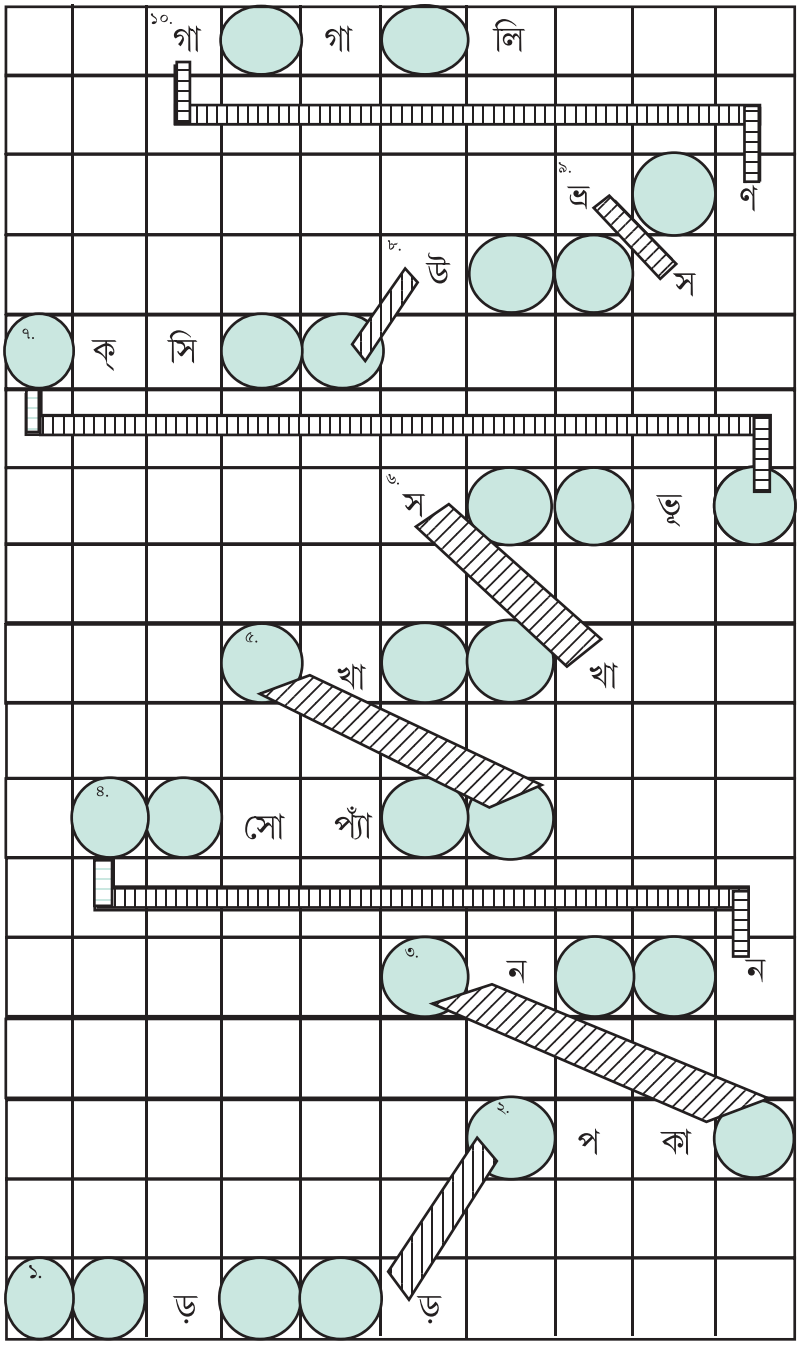

সূত্র :

১. গাছের মূল
২. উপকার করে যে
৩. যা চড়ে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাই
৪. নানারকম বাক্সো
৫. ডালপালা
৬. সমবেদনা
৭. শ্বাসবায়ু
৮. তামাশা
৯. বেড়াতে যাওয়া
১০. নানারকম গাছ

সমাধান :

১.শেকড় বাকড় ২.উপকারী ৩.যানবাহন ৪.বাক্সো প্যাঁটরা ৫.শাখাপ্রশাখা ৬.সহানুভূতি ৭.অক্সিজেন ৮.উপহাস ৯. ভ্রমণ ১০.গাছগাছালি

একই লেখকের পরপর দুটি লেখা। একটি কবিতা, একটি গল্প। গাছ লাগানোর উপকারিতা আর গাছ কাটার বিপদ সম্বন্ধে এই দুটি লেখা থেকে তোমরা জানবে।

গাছ বসাব

কার্তিক ঘোষ

এইখানে জল
ওইখানে জল
কোথায় তখন ডাঙা.....
মাথার ওপর
সুয্যি যেন
বাপরে আগুন রাঙা !
ওই যদি মেঘ
এই তবে ঝড়
নিত্য জলের ধারা,
তার মধ্যেই
হঠাৎ কখন
পড়ল প্রাণের সাড়া !
সবুজ সবুজ
শ্যাওলা প্রথম
জন্ম নিল জলে...
তারপরে এই
গাছ এল সব—
রূপকথা কে বলে ?
পড়তে পড়তে
গাছের কথা
গর্ব হবে কারও—
কেউ বলবে,
একশোটা নয়
গাছ বসাব আরও।।

জুঁইফুলের রুমাল

কার্তিক ঘোষ

গাছেরা যেমন। পাখিরাও তেমন।

লিপিকে একটু দেখতে পেলেই হলো। খুশিতে একেবারে ডগমগ।

গাছেরা কথা বলতে না পারুক, পাতায় পাতায় হাততালি দিয়ে, ডাল দুলিয়ে, ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে এমন করবে যে বলার নয়! আর পাখিরা?

শালিক, ছাতারে, টিয়া, চন্দনা, বেনেবউ, বাবুই, টুনটুনি—এমনকি জামরুল গাছের কাঠবেড়ালিরাও কিচিমিচি, টুকুক-টুকুক—টুই টুই টুইচ টুইচ করে এমন হইচই করে যে টুসিদের পুষি বেড়ালটাও হাঁ হয়ে বসে থাকে বারান্দায়।

আসলে, এগরায় যেখানটায় লিপিদের বাড়ি, ঠিক তার কাছেই মল্লিকবাবুদের কবেকার একটা বাগান। শাল, সেগুন, আকাশমণি, আম, জাম, জামরুল আর কদম, চাঁপা, কৃষ্ণচূড়া, বকুলগাছে থইথই।

সেখানের বড়োগাছ, মেজোগাছ, সেজোগাছ, আর ছোটোগাছেদের বউ, ছেলেমেয়ে, নাতিপুতি মানে ছোটো ছোটো গাছের চারা—তারাও জানে লিপি ওদের বন্ধু।

ইস্কুলের ছুটি হলেই লিপি চলে যায় বাগানে।

কোনোদিন সঙ্গে থাকে টুসি, না হয় দোলন। কোনোদিন সুধাদিদিও আসে। আসে বিট্টু। লিপি কাউকে দেয় কৃষ্ণচূড়ার চারা। কাউকে দেয় বকুল বিচি। কখনো কাঁচামিঠে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

বাগানের গাছেরাও দেখে, পাখিরাও জানে—ছোটো ছোটো চারাগাছেদের একটুও কষ্ট নেই লিপির জন্যে। বড়ো গাছেরাও খুশি। গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে ওদের নাতিপুতিরা। যেখানে ভালো জল, হাওয়া, আলো—সেখানেই হঠাৎ খুশিতে হিলহিলে হয়ে ওঠে একটা চারাগাছ।

কারও উঠোনে, পুকুরের ধারে, রাস্তার পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে গাছ বসিয়ে আসে লিপি।

মা কত করে ডাকে। না, ঘরের কাজে একদম মন বসে না লিপির। বাবাও কাজ করে চাষের জমিতে। গাছের চারা যেন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। বাবার কাছে তাদের আদর দেখে একটুও হিংসে হয় না ওর।

কিন্তু মাঝিপাড়ার তিনটে ছাগল বড্ড বিদঘুটে। গাছের চারা দেখলেই মুড়িয়ে দেবে কুচমুচ করে।

তবে বাগানের খরগোশ দুটো খুব ভালো।

দূর থেকে পুটপুট করে লিপিকে দেখে। এমন ভীতু, ডাকলেও কাছে আসবে না কিছুতে। ওরা কেউ চারাগাছে মুখ দেয় না। ঘাস খায় ঘুরে ঘুরে। আর বিট্টুকে দেখলেই এমন ছুটবে যে বলার নয়।

ইস্কুলের জানলা দিয়েও বাগানটা বেশ দেখা যায়।

ড্রয়িং খাতায় কত রকম গাছের কত সব ছবি এঁকেছে লিপি। পাতায়-ফুলে কত রকম রং। গাছেদেরও চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে!

কিন্তু কদমগাছের টিয়া আর জামরুল গাছের কাঠবেড়ালি-বউ কথাটা প্রথম শুনে এল শানুদের বাড়ি থেকে। ওদের কামরাঙা গাছটায় সেদিন নেমন্তন্ন ছিল কিনা!

শানুর বাবাই বলছিল কথাটা।

মল্লিকবাবুদের বাগানে এবার নাকি বাড়ি উঠবে আকাশ-ছোঁয়া। গাছপালা, পুকুরটুকুর কিচ্ছু আর থাকবে না। সব শহর হয়ে যাবে!

শুনেই তো মনটা খারাপ হয়ে গেল ওদের।

পরের দিন ঘাস খেতে বেরিয়ে খরগোশ দুটোও দেখল, অচেনা কটা লোক, গাছেদের গায়ে কী যেন সব লিখছে চকখড়ি দিয়ে!

ওমা! এসব কী কাণ্ড!

শহুরে মানুষ দেখেই চেঁচিয়েমেচিয়ে উঠল সব পাখিরা।

টিয়া সবাইকে ডেকে বলল, শোনো—

কাঠবেড়ালি-বউ আসল কথাটা বলতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল চিকচিক করে।

তারপর—এদিক থেকে খবরটা ওদিকেও ছড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

লিপি বাবাকেও কিছু বলল না। মাকেও না। শুধু সুধাদিদি, টুসি, লুসি আর টুপাইকে কী যেন বলে এল কানে কানে।

বিট্টু ওদের পিকুদিদি, দোলন, বাচ্চুদাদা, পল্টন, টাবলু, গাবলু, ছোটন আর পম্পি সব্বাইকে বলে রাখল খবরটা।